সুন্নাত
ও
বিদ'আত প্রসঙ্গ
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব
সম্পাদনায়
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।
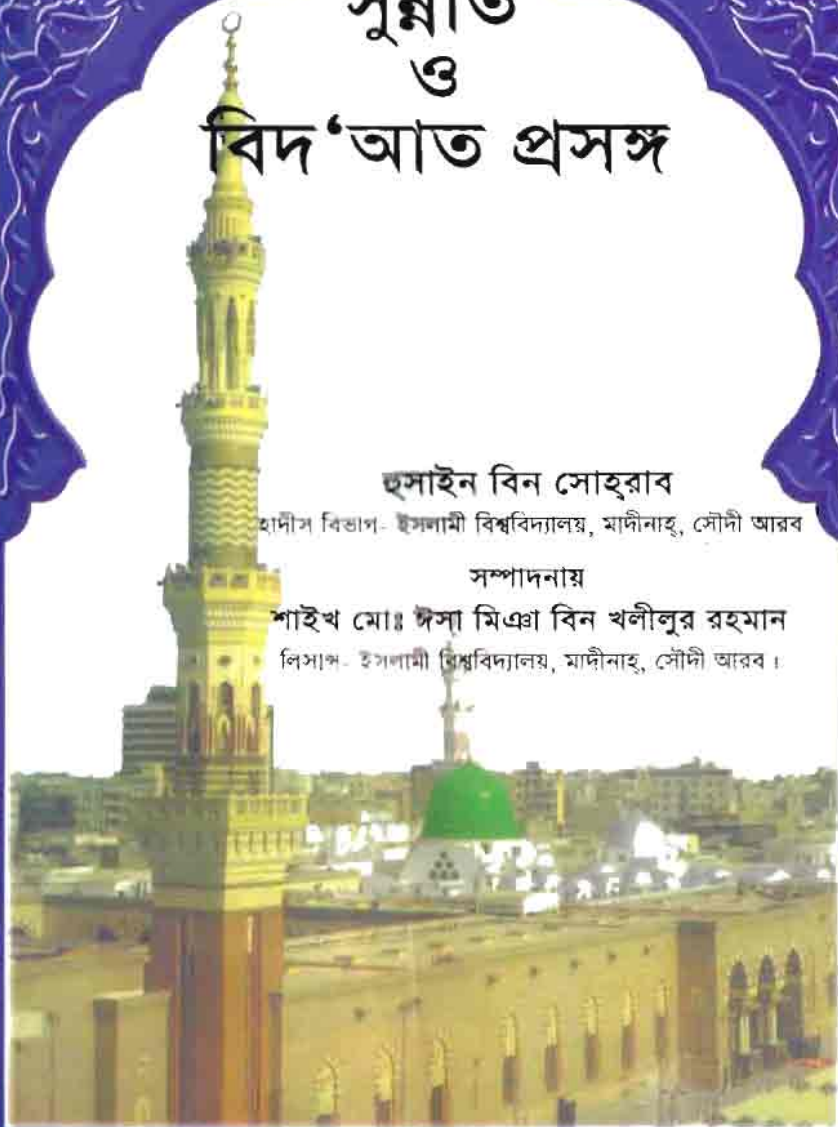
সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।

সম্পাদনায়ঃ- শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

Sunnat O Bidat Prosongo

Hossain Al-Madani

লেখকের কথা–

বিস্‌মিল্লা-হির **রাহ্**মা-নির রহী-ম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁরই অশেষ অনুগ্রহে **সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ** বইটি প্রকাশিত হলো। অতঃপর দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ اَلطَّرِيْقُ অর্থাৎ– পথ। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ **বলেছেন**, "আমি কোন আদর্শই অনুসরণ করি না; করি শুধুমাত্র তাই যা আমার কাছে ওয়াহীর মারফত অবতীর্ণ হয়।" ওয়াহীর মারফত অবতীর্ণ হওয়া এই আদর্শই রাসূল বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন আর তাই হচ্ছে– 'সুন্নাত'। কুরআন মাজীদে সুন্নাতকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলা হয়েছে। যেমন– "নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আমার সঠিক সরল দৃঢ় পথ। অতএব, তোমরা এ পথই অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া অন্যান্য কোন পথের অনুসরণ তোমরা করবে না.." –সূরা ঃ **আল-আন'আম, আয়াত ঃ ১৫৩**।

দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন কাজকেই 'বিদ'আত' বলা হয় এবং অনুসরণের জন্য নতুন পন্থা বের করাকে বলা হয় اِبْتِدَاعٌ। এর ফলে যে কাজটি সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় 'বিদ'আত'। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে লোক আমার দ্বীনে এমন কোন জিনিস নতুন সৃষ্টি করবে যা মূলত দ্বীনের কোন অংশই নয়, তাই প্রত্যাখ্যাত হবে।" আর এজন্যই বিদ'আতের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা কান্দেলভী লিখেছেন ঃ "বিদ'আত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিনব, শারী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই। শারী'আতের পরিভাষায় তারই নাম হচ্ছে বিদ'আত।"

অতএব, বুঝা গেল বিদ'আত একটি জঘন্য গুনাহ্ এবং এর শেষ পরিণাম জাহান্নামের নিকৃষ্ট স্থান। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্যান্য গুনাহ্র মত বিদ'আতকে এত সহজে চেনা যায় না। যেমন কোন মুসলিম যদি মদ পান করে বা জুয়া খেলে, সকলেই তাকে গুনাহ্গার বলে চিনতে পারে; কিন্তু কেউ যখন মীলাদ অনুষ্ঠানে অংশ নেয় আর রাসূল ﷺ-এর রূহ হাজির হওয়ার বিশ্বাসে তাঁর সম্মানে দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়– তখন অধিকাংশ লোকই বুঝতে পারেন না যে, এগুলো বিদ'আত। বরং সাধারণ লোক এদেরকে অধিক সম্মানের হাক্বদার বলে মনে করে। বিদ'আত সহজে চেনা যায় না বলেই তা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে গোমরাহীর পথ তথা যাবতীয় বিদ'আত থেকে বাঁচার শক্তি দান করুন –আমীন ॥ আমি আশা পোষণ করছি– এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্বূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্– পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্রাব (হাফেয হোসেন)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিদ'আতের অর্থ ও তাৎপর্য

ইমাম শাত্বিবী বলেন ঃ

وَلَا مَعْنَى لِلْبِدْعَةِ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْفِعْلُ فِى اعْتِقَادِ الْمُبْتَدِعِ شَرْعًا وَلَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ *

বিদ'আত তখনই বলা হবে, যখন বিদ'আতী কোন কাজকে শারী'আত মুতাবিক্ব কাজ বলে মনে করবে; অথচ তা মূলতঃ শারী'আত মুতাবিক্ব নয়। এ ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ নেই।

অর্থাৎ– শারী'আত মুতাবিক্ব নয় এমন কাজকে শারী'আত মুতাবিক্ব কাজ বলে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিদ'আত।

ইমাম শাত্বিবী আরও বলেন ঃ

فَمِنْ هٰذَا الْمَعْنٰى سُمِّىَ الْعَمَلُ الَّذِيْ لَادَلِيْلَ عَلَيْهِ فِى الشَّرْعِ بِدْعَةً *

এ কারণেই এমন কাজকেও বিদ'আত নাম দেয়া হয়েছে, যে কাজের সমর্থনে শারী'আতের কোন দলীল নেই।

فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِى الدِّيْنِ مُخْتَرِعَةٍ تُضَاهِىُ الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِى التَّعَبُّدِ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ *

বিদ'আত বলা হয় দ্বীন-ইসলামের এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করা, যা বাহ্যিকভাবে শারী'আতের বিধান বলেই মনে হয় এবং যা করে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দেগীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই হয় লক্ষ্য।

–আল-ইতিসাম

দ্বীনে কোন নতুন জিনিস আবিষ্কার করার কোন অধিকারই কারো থাকতে পারে না। দ্বীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কোন জিনিসের বৃদ্ধি করা বা কোন নতুন জিনিসকে দ্বীন মনে করে তদানুযায়ী আমাল করা, আমাল করলে সাওয়াব হবে বলে মনে করা এবং আমাল না করলে গুনাহ হবে বলে ভয় করাই হচ্ছে বিদ'আতের মূল কথা। যে বিষয়েই এরূপ অবস্থা হবে, তাই হচ্ছে বিদ'আত। কেননা, এরূপ করা হলে স্পষ্ট মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয়ার পরও মনে করা হচ্ছে যে, তা পূর্ণ নয়, অপূর্ণ এবং তাতে অনেক কিছুরই অভাব ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, এ দ্বীনে বিশ্বাসী ও এর অনুসরণকারীদের কোন প্রয়োজন হবে না এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার, বাইরের কোন কিছু এতে শামিল করার এবং এর ভিতর থেকে কোন কিছু বাদ দেয়ার, কিংবা আর কোন সূত্র থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার।

অতএব, না তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে। সাওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠান চালু করা, যা সাহাবাই কিরামের যামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন– তা স্পষ্টত বিদ‘আত। যদি আজ মনগড়া নিয়ম, শর্ত মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাতে নতুন জিনিস এত বেশী শামিল হয়ে যাবে যে, পরে কোন্‌টি আসল এবং কোন্‌টি নকল তা নির্দিষ্ট করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সত্যিকারভাবে যে দ্বীন রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক তা-ই পালন করে চলা উচিত। না তাতে কিছু কম করা উচিত, না তাতে কিছু বেশী করা উচিত।

যখনি সুন্নাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে, তখনই ব্যক্তিগত অন্ধ অনুসরণ প্রচণ্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির নাম করে, যে তার জীবদ্দশায় হয়ত বড় আলিম বা পীর, ওয়ালী হওয়ার সুখ্যাতি পেয়ে গেছেন জনগণের কাছে, তাঁর দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে– অমুক বুযুর্গ বা অমুক আলিম এ কথা বলে গেছেন, কাজেই এতে কোন দোষ নেই। এভাবে ব্যক্তি ভিত্তিক অনুকরণ ইসলামে এক নতুন সংযোজন, যা স্পষ্ট বিদ‘আত। অথচ ইসলামে রাসূল ﷺ ছাড়া আর কোন ব্যক্তির কথার বা কাজের দোহাই আদৌ সমর্থনীয় নয়। এভাবে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে সুন্নাত তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, তলিয়ে গিয়ে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিদ‘আত।

বিদ‘আত কাকে বলে?

আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দাদের জন্য যে বিধি ও বিধান দেননি, অথচ বান্দারা নিজেদের ইচ্ছেমত তা রচনা করে নিয়েছে, তাই ‘বিদ‘আত’। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা‘আলা যা কিছু লিখে দিয়েছেন, বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যা করতে আদেশ করেছেন, তা করা বিদ‘আত নয়।

‘বিদ‘আত’ শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا. أَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا *

“বল! হে নাবী! আমালের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারাই মনে মনে ধারণা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছেন। –সূরা ঃ আল-কাহাফ, আয়াত ঃ ১০৩-১০৪

যারা নিজেদের কাজকে ভাল খুবই ন্যায়সঙ্গত ও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে, তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ লোক। বিদ‘আতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্ তা‘আলার দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও তারা তাকেই ‘নেক আমাল, এবং ‘বড় সাওয়াবের কাজ’ বলে মনে করে। এই হচ্ছে বিদ‘আতের সঠিক পরিচয়।

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

وَإِنَّمَا هِىَ عَامَّةٌ فِى كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ عَلٰى غَيْرِ طَرِيْقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُصِيْبٌ فِيْهَا وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ وَهُوَ مُخْطِئٌ وَعَمَلُهُ مَرْدُوْدٌ *

এ ভাষ্য সাধারণভাবে এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদাত করে আল্লাহ্ তা‘আলার পছন্দনীয় পন্থার বিপরীত পন্থা ও পদ্ধতিতে। তারা যদিও মনে করছে যে, তারা ঠিক কাজই

করছে এবং আশা করছে যে, তাদের আমাল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীকৃত ও গৃহীত হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ভুল নীতির অনুসারী এবং এ পর্যায়ে তাদের আমাল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাখ্যাত।

–মুখতাসার, তাফসীর ইবনু কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا *

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি সঠিক হিদায়াতের পথ স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠার পরও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং মু'মিন সমাজের সুন্নাতী আদর্শকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ ও আদর্শের অনুসরণ করবে, আমি তাদের সেই পথেই চলতে দেব। আর ক্বিয়ামাতের দিন তাদের পৌঁছে দেব জাহান্নামে। জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ জায়গা। **–সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১১৫**

দ্বীন এক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এখন যদি কেউ এতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করতে চায়, 'দ্বীন' বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাহলে সে তো গোটা দ্বীনকেই বিনষ্ট করে দেবে।

এজন্য বিদ'আতের পরিচয় দান করতে গিয়ে আল্লামা কান্দেলভী লিখেছেন ঃ

أَلْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌفِى الشَّرْعِ وَسُمِّىَ فِىْ عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً *

বিদ'আত বলতে বোঝায় এমন জিনিস, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিনব, শারী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই, মৌলিক সমর্থন নেই। ইসলামের পরিভাষায় তারই নাম বিদ'আত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় যে কাজ করার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু পরবর্তীকালে কোন দ্বীনি কাজের জন্য দ্বীনি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই তা করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তা করা বিদ'আত পর্যায়ে গণ্য হতে পারে না। যেমন প্রচলিত নিয়মে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও প্রচারমূলক সংস্থা ও দ্বীনি প্রচার

বিভাগ ক্বায়িম করা, জিহাদের জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান, দ্রুতগামী ও সুবিধাজনক যানবাহন ব্যবহার ইত্যাদি। যদিও এগুলো রাসূল ﷺ এবং সাহাবা কিরামের যুগে বর্তমান রূপে প্রচলিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এগুলোকে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা, এসবের এভাবে ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজন সেকালে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই তা করা হয়েছে এবং তা দ্বীনের জন্যই জরুরী। আর সত্য কথা এই যে, এসবই সেকালে ছিল সেকালের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় রূপে এবং ধরনে। তাই আজ এর কোনটিই বিদ'আত নয়।

এসব সম্পর্কে এ কথাও বলা চলে যে, এগুলো মূলতঃ কোন ইবাদাত নয়। এগুলো করলে সাওয়াব হয়, সে নিয়াতেও তা কেউ করে না। এগুলো হল ইবাদাতের উপায় বা মাধ্যম।

এগুলো এমন নয়, যাকে বলা যায় أُحْدِثَتْ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের উদ্ভাবন হয়েছে।' বরং এগুলো হচ্ছে إِحْدَاثُ الدِّيْنِ 'দ্বীন পালন ও কার্যকর করণের উদ্দেশ্যে নতুন আবিষ্কৃত জিনিস।' আর কুরআন ও হাদীসের নিষিদ্ধ হল দ্বীনের ভিতরে দ্বীনরূপে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْئٍ *

যারা নিজেদের দ্বীনের মূলকে নানাভাবে ভাগ করেছে নানা দিকে যাওয়ার পথ বের করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার, হে নাবী! কোনই সম্পর্ক নেই। -সূরা ঃ আল-আন'আম, আয়াত ঃ ১৫৯

উমার (রাযিঃ) বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالإِسْلاَمِ فَمَهْمَا يَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللّٰهُ *

অর্থাৎ– "আমরা এক নিকৃষ্ট জাতি ছিলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম মেহেরবানীতে আমাদেরকে যে জিনিসের বিনিময়ে সম্মানিত করেছেন; তা বাদ দিয়ে বিকল্প হিসেবে অন্য কোন পন্থা যদি আমরা অবলম্বন করি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ করেননি তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পুনরায় লজ্জিত ও অপমানিত করবেন।" **–মুসতাদরাক হাকীম**

আফসোস! ঐ সমস্ত মানুষের উপর যারা নতুন আবিষ্কারকে ভাল বিষয় বলে ধারণা করে একে ভাল কাজ হিসেবে মনে করে, আর তারা দ্বীনের পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অন্ধকারময় বিদ'আত কাজের মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধান করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ *

অর্থাৎ– আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।

সুতরাং এখন কুরআন-হাদীসের বাইরে এমন কোন জিনিস নেই যা দ্বীনের পরিপূর্ণতার জন্য সহায়ক হতে পারে। মোটকথা, ইসলাম এমন এক সুশৃঙ্খল কর্মপন্থা যা ব্যতিরেকে অন্য যে কোন পথ অনুকরণ ও অবলম্বনে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বিদ‘আত কি?

বিদ্‘আত হল ঐ কাজ যা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ‘আমাল করতে বলেননি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা সাহাবী (রাযিঃ)-গণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুর পরেও ‘আমাল করেননি, অথচ বর্তমানে দ্বীনি কাজ বলে সমাজে চালু হয়েছে। সহীহ্ ‘আমাল তাড়িয়ে দিয়ে বিদ‘আতী কাজ এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, আসল ‘আমালকে তখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, বিদ‘আত হল শির্কের জন্মদাতা বা উদ্ভাবক। কোন কোন শির্ক অতি সহজে চিহ্নিত করা গেলেও বিদ‘আতকে ততো সহজে দ্বীন থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিদ‘আতকারী বিদ‘আতী কাজকে সহীহ্ মনে করে ‘আমাল করতে থাকায় তার তাওবাহ করার নাসীব হয় না। এর ফলে, তার ভাগ্যে ঘটবে কঠিন পাপের শাস্তি। তাই প্রতিটি মুসলিমকে কোন ‘আমাল করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ কাজ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ﷺ কিংবা তার সাহাবীদের দ্বারা নির্দেশিত অথবা পালিত হয়েছে কি না। কেননা, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই তার মৃত্যুর পর দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন সংযোজনের অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ *

অর্থাৎ– আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নি‘আমাতসমূহকেও পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনিত করে রাযী হয়ে গেলাম। –**সূরা ঃ আল-মায়িদাহ্, আয়াত ঃ ৩**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ *

অর্থাৎ– দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে তোমরা সাবধান! কারণ, প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ‘আত। আর প্রতিটি বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম। –**মিশকাত, তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী (হাঃ ১৬৫), তিরমিযী (হাঃ ২৬৭৬), হাসান সহীহ্**

এ হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিদ‘আতে হাসানাহ্ কিংবা বিদ‘আতে সাইয়িয়্যাহ্ বলে বিদ‘আতকে ভাগ করার কোন সুযোগ নেই। আর না আছে বড় বিদ‘আত কিংবা ছোট বিদ‘আত বলে পৃথক করার সুযোগ। এ ব্যাপারে মনগড়া কথা বলা থেকে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ *

অর্থাৎ– সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গোমরাহ্ আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হতে কোন দলীল ব্যতীত স্বীয় নাফসের অনুসরণ করে চলে। –**সূরা ঃ আল-ক্বাসাস, আয়াত ঃ ৫০**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ اٰوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ *

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এখানে বিদ‘আত করে অথবা কোন বিদ‘আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্ তা‘আলার লা‘নাত।

–**মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ৩১৯৩**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الإِسْلاَمِ *

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি বিদ‘আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল। –**হাদীসটি হাসানঃ মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৮৯), বাইহাক্বী**

অতঃএব কোন ‘আমাল করার পূর্বে ঐ ‘আমালের ব্যাপারে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাই যথেষ্ট নয়, বরং

নিজেকে বিদ'আতী 'আমাল থেকে বিরত রেখে, যারা বিদ'আতী 'আমাল করে তাদের সাথে মেলামেশা কিংবা সাহায্য সহযোগিতা করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। যাতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং ইসলাম ধ্বংসের পাপ কাজের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকা যায়। বর্ণিত আছে আব্দুল ক্বাদের জ্বিলানী (রাহঃ) বিদ'আতীকে সালাম পর্যন্ত দিতেন না।

ইসলামী জীবন বিধানে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করার হুকুম রয়েছে। রাসূলের সুন্নাতকেই অনুসরণ করে চলতে হবে। মুসলমানদের জন্য নাজাতের শুধু মাত্র এ একটি পথই রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ আজ কত রকমের দরুদ ও মীলাদের অনুসরণ করে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এ সুযোগে ঐ সমস্ত মীলাদী মৌলবীগণ কত রকমের বিদ'আত চালু করছে তা হিসেব করা মুশকিল।

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ এমন কিছু আবিষ্কৃত কাজ শারী'আতে যার পূর্ণ নমুনা ও দৃষ্টান্ত কিছুই নেই। দ্বীন ইসলামে 'অভিনব কর্মপন্থা ও নীতিকে বিদ'আত বলা হয়। কুরআন মাজীদের আদর্শের পরিপন্থী নীতি ও নিয়ম পদ্ধতিকেই বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

দ্বীন ইসলামের মধ্যে সাওয়াবের কাজ মনে করে নতুন কোন 'আমাল করাকে বিদ'আত বলে। সুতরাং বিদ'আত ও বিদ'আতী উভয় হতে দূরে থেকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর চলতে হবে।

বিদ্'আত বা নতুন আবিষ্কার কাজগুলো যদি ধর্মের কাজ হিসেবে প্রমাণ করা হয়, আর তাতে রাসূলের কথায় বা কাজে কোন সমর্থন না থাকে, সেটিই বিদ'আত নামে অভিহিত।

আল্লামা শাতিবী (রাহঃ) আল-ই'তেছাম কিতাবে বিদ'আতের অর্থ লিখেছেন, দৃষ্টান্ত বিহীন কোন কিছু প্রবর্তন করার নাম বিদ'আত। তিনি আরও বলেছেন, বিদ্'আত তখনই বলা হবে যখন বিদ্'আতী কোন কাজকে দ্বীনি কাজ বলে মনে করবে অথচ তা মূলত শারী'আত মুতাবিক নয়।

কুরআন ও হাদীসে যার কোন দলীল সূত্র নেই, সাহাবাই কিরামের সময়ে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, এমন যে কোন 'আমাল বা ইবাদাত সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করার নাম বিদ্‌'আত। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতেই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। যারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু যোগ করতে চায়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সেই ঘোষণার প্রতি অনাস্থাই প্রকাশ করে। সুতরাং বিদ্‌'আত বিদ্‌'আতই। এর মধ্যে হাসানাহ্ বা উত্তম বিদ্‌'আত বলে কিছু হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকল বিদ'আত গুমরাহী।" –মুসলিম

আরবীতে বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ এমন কোন নতুন কাজ করা যার কোন নমূনা আগে ছিল না। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, বিদ'আত যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধি হয় কিংবা উম্মাতে মুহাম্মাদীর সালাফ (সাহাবা ও তাবিঈন) ইজ্‌মা বা সর্ব সম্মত রায়ের বিরোধি হয়। চাই তা আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত হোক কিংবা 'আমাল সংক্রান্ত হোক। –মাজমূউ ফাতোওয়া ইবনু তাইমিয়াহ

ইমাম শা-তিবী বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে এমন পন্থা নতুনভাবে আবিষ্কার করা যা শারি'আতের বিরোধিতা করে।

বিদ'আতের উক্ত পরিভাষিক সংজ্ঞা একথা প্রমাণ করে যে, যে বিষয় গুলো শারী'আত বিরোধী নয় এবং যা করতে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করা হয় না তা শারী'আতী বিদ'আত নয়। যেমন হাতে ঘড়ি পড়া, বাস, ট্রেন, জাহাজে চড়া, বাতি, পাখা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

কারণ এসব কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য পাওয়া যাবে বা নেকী হবে একথা কোন লোকই বলবে না। কিন্তু এর বিপরীত মীলাদুন্নাবী পালনকারীগণ মনে করে যে, ঐদিন মীলাদুন্নাবীর নাম করে মিছিল করলে এবং মীলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন করলে নেকী পাওয়া যাবে। ফলে তারা নিজেদের অজান্তে বিদ'আত করে ফেলেন। আর যদি তারা নেকীর আশা না করেন তাহলে মিছিল করে, টাকা পয়সার অপচয় করে বছরের একটি

মাত্র দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মদিন পালন করে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নি পূজকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দিন। –আমীন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু তার শারী'আতের সব বিষয়ই বর্ণনা করে দিয়েছেন সেহেতু তিনি মীলাদুন্নাবী, বিভিন্ন বার্ষিকী প্রভৃতি পালনের বিধান না দিয়ে তার নাবূওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ খিয়ানাত করেননি বরং বিদ'আতিরা নিত্য নতুন বিদ'আত দ্বারা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-কে খিয়ানাতকারী বানানোর চেষ্টা করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিদ'আত থেকে বাচার তাওফিক দিন। –আমীন! যেসব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান সাওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেননি কিংবা যা করতে বলেননি সেই সব কাজ সাওয়াবের কাজ মনে করে পালন করার নামই বিদ'আত। বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরও দীনের মধ্যে নতুন প্রথা আবিস্কার করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার পর নতুন কাজ, অনুষ্ঠান দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাই হলো বিদ'আত।

বিদ'আতের প্রকারভেদ

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, বিদ'আত দু'প্রকার। বিদ'আত যদি কোন শারী'আত সম্মত ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদ'আতে হাসানা, (ভাল বিদ'আত)। আর যদি তা শারী'আতের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা 'বিদ'আতে মুস্তাকবিহা' (ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদ'আত)।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী (রাহঃ) লিখেছেন ঃ

اَلْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَأُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ عَلَى مُقَابِلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً *

বিদ'আত আসলে বলা হয় এমন নতুন আবিষ্কৃত কাজ কিংবা কথাকে, পূর্ববর্তী সমাজে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আর শারী'আতের পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীত জিনিসকে বলা হয় বিদ'আত। অতএব, তা **অবশ্যই নিন্দনীয় হবে। -নাইলুল আওতার**

সুন্নাতের বিপরীত-ই বিদ'আত। অতএব, বিদ'আতের সব কিছুই নিন্দনীয়, তার মধ্যে কোন প্রশংসনীয় বা ভাল থাকতে পারে না। অন্য কথায়, বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে ভাল বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা এবং এক ভাগকে মন্দ বিদ'আত বলা একেবারেই অমূলক।

এ কথার যুক্তিকতা নেই। শারী'আতে যার কোন না কোন ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা তো কোনক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারে না। যা সুন্নাতের বিপরীত নয়, তা বিদ'আত নয়। আর যার কোন দৃষ্টান্তই ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায় না, শারী'আতে পাওয়া যায় না যার কোন ভিত্তি তা কোনক্রমেই শারী'আত সম্মত নয় বরং সুন্নাতের বিপরীত; তাই বিদ'আত। এর কোন দিকই ভাল প্রশংসনীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। এক কথায় বিদ'আতকে হাসানা ও সাইয়্যিয়াহ ভাল ও মন্দ ভাগ করা অযৌক্তিক।

রাসূল ﷺ-এর যুগে বিদ‘আত এর মধ্যে কোন ‘হাসান’ ভাল দিক পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগেও নয়, রাসূলের বাণীতেও বিদ‘আতকে এভাবে ভাগ করা হয়নি। তাহলে মুসলিম সমাজে বিদ‘আতের এ বিভাগ কেমন করে প্রচলিত হল?

একটি বিদ‘আত যদি উত্তম হয়, তাহলে আপনা আপনি বোঝা যায় যে, আর একটি বিদ‘আত অবশ্যই খারাপ হবে। তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, কোন কোন বিদ‘আত ভাল, আর কোন কোন বিদ‘আত মন্দ।

এখন অবস্থা হচ্ছে, যে কোন বিদ‘আতকে সমালোচনা করলে বা সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলে, তাকে বিদ‘আত বলে ত্যাগ করার দাবি জানান হলে অমনি জবাব দেয়া হয়, “হ্যাঁ, বিদ‘আত তো বটে, তবে বিদ‘আতে সাইয়্যিয়াহ নয়। বিদ‘আতে হাসানাহ”, অতএব ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাপ এক মারাত্মক বিদ‘আত সাওয়াবের কাজের মধ্যে গণ্য হয়ে মুসলিম সমাজে দ্বীনি মর্যাদা পেয়ে গেল। বিদ‘আতের মারাত্মক দিক-ই হচ্ছে এই। এ কারণে বাস্তবতার দৃষ্টিতে রাসূলের বাণী ঃ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ *

‘সব বিদ‘আতই গোমরাহী’। কেননা, সব বিদ‘আতই গোমরাহী হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিদ‘আতই হিদায়াত হতে পারে না। কিন্তু বিদ‘আতের ভাগ বণ্টন তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাসূলের কথা ‘সব বিদ‘আতই গোমরাহী’ ঠিক নয়। কোন কোন বিদ‘আত ভালও আছে -নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। রাসূলের কথার বিপরীত ব্যাখ্যা দানের মারাত্মক দৃষ্টতা এর চেয়ে আর কিছু হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ صُنْعًا *

আপনি বলে দিন আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ‘আমালকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত ‘আমাল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর ‘আমাল করে যাচ্ছে।

–সূরা ঃ ক্বাহ্‌ফ, আয়াত ঃ ১০৩-১০৪

যুগে যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারসমূহ যেমন সাইকেল, ঘড়ি, মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত বা নতুন সৃষ্টি হলেও শারী‘আতি পরিভাষায় কখনই বিদ‘আত নয়। তাই এগুলোকে গুনাহর বিষয় বলে গন্য করা অন্যায়। অনেকে এগুলোকে অজুহাত করে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ, ক্বিয়াম, কুলখানি ইত্যাদি শারী‘আতে বৈধ বা “বিদ‘আতে হাসানাহ” বলে থাকেন।

বিদ‘আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন। জেনে রেখ! সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ্ তা‘আলার কিতাব সর্বোত্তম পথ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখানো পথ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হলো নবাবিষ্কৃত জিনিস। প্রতিটি নবাবিষ্কৃত জিনিস হলো বিদ‘আত প্রতিটি বিদ‘আত হলো গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর জায়গা হলো জাহান্নাম। **-মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৮৮৩), নাসাঈ**

কোন নতুন কাজকে শারী‘আতের কাজ হিসেবে মনে করার নামই বিদ‘আত। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ যা বলেননি তা বলা এবং তিনি যা করেননি তা করাই হচ্ছে বিদ‘আত। সুতরাং শারী‘আতের বিপরীত কোন ‘আমাল করা এবং আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদাতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই হচ্ছে বিদ‘আত।

মুলতঃ বিদ‘আতকে ‘হাসানাহ’ ও ‘সাইয়্যিয়াহ’ দুভাগে ভাগ করাই ভুল। আর উমার ফরুক (রাযিঃ)-এর কথা দ্বারাও এ বিভাগ প্রমাণিত হয় না। কেননা, উমার ফারুকের কথার অর্থ মোটেই তা নয়, যা মনে করা হয়েছে। এ জন্য যে, উমার (রাযিঃ) জামা‘আতের সাথে তারাবীহর নামাযকে নিশ্চয়ই সেই অর্থে বিদ‘আত বলেননি, যে অর্থে বিদ‘আত সুন্নাতের বিপরীত। তা বলতেও পারেন না তিনি। উমার (রাযিঃ)-এর

চাইতে অধিক ভাল আর কে জানবেন যে, জামা'আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়া মোটেই বিদ'আত নয়। রাসূল ﷺ-এর জামানায় তা পড়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'তিন রাত তারাবীহর নামায নিজেই ইমাম হয়ে পড়িয়েছেন এ কথা সহীহ হাদীস থেকেই প্রমাণিত। আয়িশা (রাযিঃ) বলেনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ أُوالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَالِكَ فِي رَمَضَانَ *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের নামায মাসজিদে পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়ল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও সে রূপ হল। এ নামাযে খুব বেশী সংখ্যক লোক শারীক হল। তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে যখন জনগণ পূর্বানুরূপ একত্রিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘর থেকে বের হলেন না। পরের দিন সকাল বেলা রাসূল ﷺ লোকদের বললেন ঃ তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি নামাযের জন্য মাসজিদে আসিনি শুধু একটি কারণে। তা হল, এভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে (তারাবীহ্) নামায পড়লে আমি ভয় পাচ্ছি, হয়ত তা তোমাদের উপর ফরযই করে দেয়া হবে। **-বুখারী (তাঃ প্রঃ, হাঃ ৭২৯, ২০১২), মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৬৬০)**

উমার ফারুক (রাযিঃ)-এর সময় এ জিনিস চালু হয়। এ হিসেবে একে বিদ'আত বলা ভুল কিছু হয়নি এবং তাতে করে তা সেই বিদ'আতও হয়ে যায়নি যা সুন্নাতের বিপরীত, যার কোন দৃষ্টান্তই রাসূলের যুগে পাওয়া যায় না।

মোল্লা আলী কারী হানাফী উমার ফারুকের (রাযিঃ) এ কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَإِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَةً بِاعْتِبَارِ صُوْرَتِهَا فَإِنَّ هٰذَا الْإِجْتِمَاعَ مُحْدَثٌ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْحَقِيْقَةِ فَلَيْسَتْ بِدْعَةً *

উমার ফারুক (রাযিঃ) এ কাজকে বিদ'আত বলেছেন তার বাহ্যিক দিককে লক্ষ্য করে। কেননা, নাবী ﷺ-এর পর এই প্রথমবার নতুনভাবে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র নামায পড়া চালু হয়েছিল। নতুবা প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে জামা'আতের সাথে এ নামায পড়া মোটেই বিদ'আত নয়। –**মিরক্বাত**

বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করাও একটা বিদ'আত এবং বিদ'আতের এ বিভাগের পথ দিয়ে অসংখ্য মারাত্মক বিদ'আত ইসলামে প্রবেশ করে দ্বীনি মর্যাদা লাভ করেছে, বড় সাওয়াবের কাজ বলে সমাজের বুকে গেড়ে বসেছে। এ বিষবৃক্ষ যত তাড়াতাড়ি দুর করা যায়, ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে ততোই মঙ্গল।

মূলতঃ যাবতীয় 'আমাল ভূল ভিত্তির উপর সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদের 'আমালকে খুব ন্যায় সঙ্গত ও সাওয়াবের কাজ মনে করে, তারাই বিদ'আত পন্থী। তারা যেসব 'আমাল করে, আসলে তা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কোন 'আমাল নয়, তা সত্ত্বেও তারা উক্ত 'আমালকে ভাল 'আমাল বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে বিদ'আতের আসল রূপ।

আমরা তাদেরই বিদ'আতী বলব, যারা দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন জিনিস বৃদ্ধি করে অথচ শারী'আতের নিয়ম বিধানের দৃষ্টিতে সে বিষয়ে কোন অনুমতি পাওয়া যায় না।

দ্বীনে কোন কাজ বৃদ্ধি করার কোন অধিকারই কারো নেই। ধর্মে এমন কোন জিনিস প্রকাশ করা বা কোন নতুন জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তদনুযায়ী 'আমাল করা এবং উক্ত 'আমালের বদলায় নেকি হবে বলে মনে করা আর সে 'আমাল না করলে গুনাহ্ হবে বলে ভয় করাই হচ্ছে বিদ'আতের মূল কথা। কেননা, এরূপ কথায় স্পষ্ট মনে হয় যে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন পূর্ণ নয়। বরং তাতে অনেক কিছুরই অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

একজন মু'মিন সে যত বড়ই হোক না কেন। সে নিজ থেকে দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়িয়ে দিতে পারে না, বা কোন কিছু বাদ করতেও পারে না, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন যে কোন নিষিদ্ধ কাজে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে নিষিদ্ধ কাজকে ততটুকু গুরুত্ব না দেয়া, কম গুরুত্বকে বেশী গুরুত্ব দেয়া, আর বেশী গুরুত্বকে কম গুরুত্ব দেয়াই বাড়া-বাড়ি এবং অপরাধ জনক কাজ।

বিদ'আত কিভাবে চালু হয়?

কোন আলিম ব্যক্তি শারী'আত বিরোধী একটা কাজ করেছেন। তা দেখে জাহিল লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শারী'আত সম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদ'আতের প্রচলন হয়ে পড়ে। তাছাড়া জাহিল লোকেরা শারী'আত বিরোধী কোন কাজ করতে শুরু করলে তখন সমাজের আলিমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন। শারী'আত বিরোধী কাজের প্রতিবাদ না করার ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চয়ই নাযায়িয হবে না। বিদ'আত হবে না। হলে কি আর আলিম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না? এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদ'আত বা নাযায়িয কাজ 'শারী'আতসম্মত' কাজরূপে পরিচিতি ও প্রচলিত হয়ে পড়ে। বহুকাল পর্যন্ত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজ নিশ্চয়ই ভাল, ভাল না হলে আলিম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শারী'আত বিরোধী কাজকে শেষ পর্যন্ত শারী'আত সম্মত কাজ বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আর এ-ও একটি বড় বিদ'আত।

মানুষ স্বভাবতই বেহেশ্‌ত লাভ করার আকাঙ্ক্ষী। আর এ কারণে সে বেশী বেশী নেক কাজ করার চেষ্টা করে থাকে। সাওয়াবের কাজ করার জন্য লালায়িত হয় খুব বেশী। আর তখনি সে শাইতানের ষড়যন্ত্রে পড়ে

যায়। এই লোভ ও শাইতানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কতক লোক সাওয়াবের কাজ করার সিদ্ধান্ত করে ফেলে। নিজ থেকেই মনে করে নেয় এগুলো সব নেক কাজ।

সেগুলো বাস্তবিকই সাওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার মত ঈলমী যোগ্যতাও যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহ দেখানো হয় না।

সুন্নাতকে পরিবর্তন করা বা বদলে দিয়ে তার স্থানে অন্য কিছু চালু করার অধিকার কারো নেই এবং তার বিপরীত কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও যেতে পারে না। বরং যে লোক সুন্নাত অনুযায়ী 'আমাল করবে, সেই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত। কিন্তু যে লোক এর বিরোধিতা করবে, সে মুসলমানদের আদর্শ পথকেই হারিয়ে ফেলবে। এসব লোক নিজেরা যে দিকে ফিরবে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের সে দিকেই ফিরিয়ে দিবেন। আর তাদের জাহান্নামে পৌঁছে দেবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার দরকার যে, জাহান্নাম বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।

যে কাজটি সম্পর্কে আমাদের মনের ধারণা তৈরী হবে যে, তা করলে আল্লাহ্ তা'আলা খুশী হবেন, আল্লাহ্ কিংবা রাসূলের নিকট প্রিয় বান্দা বলে গণ্য হব। কিন্তু এর সমর্থনে যদি শারী'আতের প্রমাণ না থাকে বা বড় বড় সাহাবীগণ নিজেদের জীবদ্দশায় তা না করে থাকেন, তাহলে তা বিদ'আত হবে।

বিদ'আতের সূচনা ও তার শাস্তি

আব্দুর রায্যাক (রাহঃ) যাইদ ইবনু আসলাম (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "সর্বপ্রথম সায়িবার প্রথা কে চালু করেছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে পরিবর্তন করেছিল তা আমি জানি।" সাহাবীগণ (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! সে কে?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "সে ছিল বানূ খুজা'আহ্ গোত্রের আমর ইবনু লুহাই। আমি দেখেছি যে, তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার দুর্গন্ধ অন্যান্য জাহান্নামবাসীদেরকে কষ্ট দিচ্ছে।" 'বাহীরা' বিদ'আতের আবিষ্কারক কে তাও আমি জানি।" সাহাবীগণ (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! সে কে?" তিনি জবাব দিলেন ঃ সে ছিল বানূ মুদলাজ গোত্রের একটি লোক। তার দু'টি উট ছিল। সে ঐ উট দু'টির কান কেটে দিয়েছিল। প্রথমে সে ঐ উট দু'টির দুগ্ধ পান নিজের উপর হারাম করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর দুধ পান করতে শুরু করে। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। উট দু'টি তাকে তাদের মুখ দ্বারা কামরাচ্ছে এবং খুর দ্বারা পারাচ্ছে। সে হচ্ছে লুহাই ইবনু কামআর পুত্র। সে খুযাআর নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জুরহুম গোত্রের পরে কা'বার মুতাওয়াল্লী তারাই হয়েছিল। তারাই সর্বপ্রথম দ্বীনে ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হিজাযে তারাই প্রতিমা পূজার সূচনা করেছিল। জনগণকে প্রতিমা পূজার দিকে ও ওদের নৈকট্য লাভের দিকে আহ্বানকারী ছিল তারাই। জন্তুসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞতার যুগে সর্বপ্রথম হিজাযে বিদ'আতের প্রচলনকারীও ছিল তারাই।

–মুখ্তাসার ইবনু কাসীর (১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৫-৫৫৬)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা প্রজাপতি ও বর্ষাকালীন পোকা-মাকড়ের মত আমার থেকে ছুটে ছুটে আগুনে পড়তে চাচ্ছ। তোমরা কি চাচ্ছ যে,

আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেই? জেনে রেখো যে, হাউযে কাওসারের উপরও আমি তোমাদের নেতা হবো। তোমরা এক এক করে এবং দলবদ্ধ হয়ে আমার নিকট আসবে। আমি তোমাদেরকে চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে চিনে নেবো, যেমন একজন অপরিচিত লোকদের উটগুলোর মধ্য হতে নিজের উটকে চিনে থাকে। আমার চোখের সামনে তোমাদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে বাম দিকের শাস্তির ফেরেশতারা ধরে নিয়ে যেতে চাইবে। আমি তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করবো ঃ হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সম্প্রদায়ের ও উম্মাতের লোক। উত্তরে তিনি বলবেন ঃ 'তোমার (মৃত্যুর) পর তারা ধর্মকার্যে যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিল তা তুমি জান না। তোমার পরে তারা গুমরাহীতে ফিরে গিয়েছিল।' আমি ঐ লোকটিকেও চিনে নেবো যে কাঁধের উপর বকরী উঠিয়ে নিয়ে আসবে। বকরী প্যাঁ প্যাঁ শব্দ করতে থাকবে। লোকটি আমার নাম ধরে ডাকতে থাকবে। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলে দেবো ঃ 'আমি আজ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তোমার কোন উপকার করতে পারবো না। আমি তোমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।' অনুরূপভাবে কেউ উট নিয়ে আসবে, উট শব্দ করতে থাকবে। লোকটি হে মুহাম্মাদ ﷺ, হে মুহাম্মাদ ﷺ বলে ডাক দিবে। কিন্তু আমি তাকে বলবো ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তোমার ব্যাপারে আমি কোনই অধিকার রাখি না। আমি তোমার নিকট তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। কেউ কেউ এমন অবস্থায় আসবে যে, ঘোড়া তার কাঁধে সাওয়ার হয়ে থাকবে এবং ঐ ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি করবে। লোকটি আমাকে ডাকবে। কিন্তু অনুরূপ আমি জবাবই দিবো। কেউ চামড়ার মশক হাতে নিয়ে আসবে এবং বলবে ঃ হে মুহাম্মাদ ﷺ! হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমি বলবো ঃ আমি আজ তোমার ব্যাপারে কোন কিছুরই অধিকারী নই। আমি তো তোমার কাছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। —**আবূ ইয়ালা**

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ

ঘুমাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসি মুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ "এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।" তারপর তিনি বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রহী-ম পড়ে সূরা ঃ আল-কাউসার পাঠ করলেন। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কাউসার কি তা কি তোমরা জান?" উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ "আল্লাহ্ ও তার রাসূল ﷺ-ই ভাল জানেন।" তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ "কাউসার হলো একটা জান্নাতী নাহার। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এটা দান করেছেন। ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত সেই কাউসারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যতো নক্ষত্র রয়েছে সেই কাউসারে পিয়ালার সংখ্যাও ততো। কিছু লোককে কাওসার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলবো ঃ হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মাত।" তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ "তুমি জান না, তোমার (ইন্তিকালের) পর তারা কত রকম বিদ'আত আবিষ্কার করেছে। **–মুসলিম, মুখ্‌তাসার তাফসীর ইবনু কাসীর (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮২)**

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ-কে মহাবিজয় দান করলেন তখন এরা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই সমগ্র আরব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। প্রত্যেক গোত্রের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহর এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসার পর জাবির (রাযিঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ, দন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ'আতের কথা ব্যক্ত করলে জাবির (রাযিঃ)-এর চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ "লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এই দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। **–মুসনাদ আহ্‌মাদ, মুখ্‌তাসার তাফসীর ইবনু কাসীর (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৮)**

বিদ'আতির শেষ পরিণাম

যারা সুন্নাত বিরোধী কাজ করে, অন্য কথায় যারা বিদ'আত কাজে অভ্যস্ত হয়। তারা আসলে মুসলিম নামে পরিচিত হবার যোগ্য নয়। রাসূল ﷺ বলেন ঃ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى যে লোক আমার সুন্নাত বিমুখ হবে অর্থাৎ– সুন্নাতের অনুসরণ করে চলবে না, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়'। **–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৪৫)**

এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, শারী'আতে নতুন কোন কাজ ও 'আমালকে সাওয়াবের কাজ রূপে চালিয়ে দিলে তা বিদ'আত হবে। যে দ্বীন-ইসলামে বিদ'আত কাজ ঢুকাবে, উম্মাতি মুহাম্মাদিয়া থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বহু প্রকারের ভাল 'আমাল করা সত্ত্বেও তার কোন কিছুই গৃহীত হবে না। আবূ দাউদ শারীফের অন্যান্য বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, বিদ'আতী ব্যক্তির ফরয-নফল (দান-খাইরাত) কোন কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গৃহীত হয় না। এমনকি বিদ'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করাও নিষিদ্ধ। নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ

وَمَنْ وَقَّرَصَاحِبَ بِدْعَةٍ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الإِسْلاَمِ *

"যে কেউ-ই বিদ'আতীকে সম্মান প্রদান করবে, সে যেন ইসলামের ভিত্তিভূমিকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল।" **–মিশকাত (তাঃ আলবানী, হাঃ ১৮৯)**

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিদ'আতীর ফরয ও নফল ইবাদাত কিছুই ক্ববূল হয় না। অর্থাৎ– এমন 'আমাল করা যার পিছনে রাসূলের সুন্নাতের কোন প্রমাণ নেই, সে 'আমাল করলেই তার আসল ভাল 'আমাল সবগুলো পণ্ড হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিদ'আতীর 'আমাল বাতিল বলে পরিগনিত হয়। এর প্রমাণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ *

হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য কর আর তাদের আনুগত্য না করে তোমাদের 'আমাল গুলোকে নষ্ট করো না।"
–সূরা ঃ মুহাম্মাদ, আয়াত ঃ ৩৩

স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, যে 'আমালের পিছনে নাবীর সুন্নাতের কোন সমর্থন নেই, সে 'আমাল করলে তার সমুদয় 'আমাল বাতিল হয়ে যায়। যেমন শির্‌ক গোনাহ করলে মুসলমানের যাবতীয় 'আমাল নিমিষেই বাতিল হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে বিদ'আত কাজ সম্পাদন করলেও তার যাবতীয় 'আমাল বাতিল হয়ে যায়।

যে 'আমাল গ্রহণ যোগ্য নয় সে 'আমালটিই বিদ'আতরূপে আখ্যায়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোন ভাষণের শুরুতে বলতেন ঃ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ *

জেনে রেখ! সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব। আর সর্বোত্তম বিধান হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে নবাবিষ্কৃত মতাদর্শ, আর প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত মতাদর্শই সুস্পষ্ট গোমরাহী। (মুসলিম)

সে জন্যেই রাসূল ﷺ প্রত্যেক বক্তৃতার মাসনূন খুৎবায় বলতেন ঃ

فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ *

দ্বীনে প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টের মূল, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। –মুসলিম

إِنَّ رِجَالاً مِنْ أُمَّتِنَا إِذَا اقْتَرَبُوْا مِنْ حَوْضِ الْكَوْثَرِ انْحَرَفُوْا وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَخَذُوْا طَرِيْقَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أُنَادِيْ أَصْحَابِيْ فَيَرُدُّ عَلَيَّ أَنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমার উম্মাতের একদল মানুষ যখন হাউযে কাউসারের কাছে আসবে (অর্থাৎ– পানি পান করার জন্য)। তাদেরকে

সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা ওখান থেকে ফিরে জাহান্নামের রাস্তা ধরবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই লোক। আমাকে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে? –বুখারী

বুখারী ও মুসলিম শারীফ থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে হাউযে কাউসারে আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো। যে আমার নিকট যাবে সে তা পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন আমার নিকট অনেক দল হাজির হবে। আমি তাদেরকে চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর তাদের ও আমার মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে, আমি তখন বলব, তারা আমার উম্মাত! তখন উত্তর হবে, তুমি জান না যে, তোমার পরে তারা কি কি বিদ'আত কাজ করেছে। তখন আমি বলব, দূর হও! দূর হও! আমার পরে সুন্নাতে পরিবর্তন এনেছো। –বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাঃ আলবানী, হাঃ ৫৫৭১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লা'নাত (অভিসম্পাত) করেন। –মুসলিম

অন্যত্র প্রমাণিত হয় ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিনাম হল জাহান্নাম। –তিরমিযী, মিশকাত (তাহক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৬৫)

হাসান বাসরী বর্ণনা করেছেন যে, শাইতান বলে ঃ

আমি উম্মাতি মুহাম্মাদীর সামনে পাপকে সুসজ্জিত করে প্রকাশ করি, কিন্তু তাদের ইস্তিগফার আমার কোমর ভেঙ্গে দেয়। তখন তাদের সামনে এমন পাপের কাজ পেশ করি যাকে তারা পাপের কাজ বলেই মনে করেন না। সুতরাং তারা ইস্তিগফার করার কোন প্রয়োজনই মনে করে না। আর ঐ সমস্ত পাপের কাজ হলো বিদ'আত, যাকে তারা দ্বীন বলে মনে করে, অথচ উহা দ্বীনের কোন অংশই নয়। –ফাযায়িল যিকির

নাসাঈ থেকে প্রমাণিত হয় ঃ দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন নিয়মই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই জাহান্নামী। –নাসাঈ

বায়হাক্বী থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতী লোকের নেক 'আমাল ক্ববূল করেন না যতক্ষণ না সে ঐ বিদ'আত কাজ হতে বিরত থাকে। **–গুনিয়াতুত তালেবীন**

আল্লামাহ্ শাতিবী (রাহঃ) 'আল-ই'তিসাম কিতাবে বিদ্'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যা লিখেছেন। (ক) বিদ'আতীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শাফা'আত হতে বঞ্চিত। (খ) বিদ'আতীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার গযব পতিত হতে থাকে। (গ) বিদ্'আতীরা হাউযে কাওসার হতে দূরে থাকবে। (ঘ) মৃত্যুকালে বেঈমান হয়ে মরার ভয় রয়েছে। (ঙ) আখিরাতে বিদ্'আতীদের মুখ কাল হবে আর তাদের শাস্তি হল জাহান্নামের আগুন।

–আল-ই'তেছাম

সুফ্ইয়ান ছাওরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন শাইতানের নিকট গুনাহ্র চাইতে বিদ'আত অতি প্রিয়। কেননা, গুনাহ্ হতে তাওবাহ করা হয় কিন্তু বিদ'আত হতে তাওবাহ করা হয় না। এর কারণ এই, যে ব্যক্তি গুনাহ্ করে, সে জানে যে, সে গুনাহে লিপ্ত আছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, কোন সময় সে তাওবাহ করবে। আর বিদ'আতী ব্যক্তি মনে করে যে, সে নেক কাজই করছে। কাজেই তাওবার তো প্রশ্নই আসতে পারে না। **–মাজালিছুল আবরার**

বিদ'আতের কয়েকটি পথ

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا هٰكَذَا أمَامَهُ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الْأوْسَطِ ثُمَّ تَلاَهٰذِهِ الايَةَ : وَأنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

আমরা একদা নাবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তাঁর সামনে একটি রেখা আঁকলেন অতঃপর বললেন ঃ এ হচ্ছে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের পথ। অতঃপর তার ডান দিকে দুটো ও বাম দিকে দুটো রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এ হচ্ছে শাইতানের পথ। তারপর তিনি মাঝখানের রেখার উপর হাত রাখলেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (যার অর্থ হল) "এই হচ্ছে আমার পথ সুদৃঢ়, সোজা এবং সরল। অতএব, তোমরা তাই অনুসরণ করে চল। আর এ ছাড়া অন্যান্য যত পথ রেখা দেখতে পাচ্ছ, এর কোনটাই অনুসরণ কর না। অন্যথায় তোমরা আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরে যাবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এ নির্দেশ অবশ্যই পালন করবে।

–নাসাঈ, আহমাদ

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাহঃ) বলেন ঃ

نَزَلَ ألْقُرْآنُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السُّنَنَ ثُمَّ قَالَ إتَّبِعُوْنَا فَوَاللّٰهِ إنْ لَمْ تَفْعَلُوْا تَضِلُّوْا *

"কুরআন নাযিল হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তা'আলার কসম, যদি তা না কর, তবে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে।" –মুসনাদ আহমাদ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সুন্নাতকেই উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাই অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সকল মানুষকে। আর শেষ ভাগে বলেছেন, এ সুন্নাতের অনুসরণ করা না হলে স্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এ গোমরাহী-ই হচ্ছে বিদ'আত। যা সুন্নাতের বিপরীত।

রাসূলের একটি হাদীসের শেষাংশ হচ্ছে এই ঃ

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي *

বানী ইসরাইলীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আর আমার উম্মাত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া আর সব দলই জাহান্নামী হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই একটি দল কারা হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, তারা হচ্ছে সেই লোক যারা অনুসরণ করবে আমার ও আমার আসহাবদের আদর্শ। –হাদীসটি হাসানঃ তিরমিযী (তাহ্কীক্বঃ আলবানী, হাঃ ২৬৪১)

তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ

এক্ষণে দেখুন! দু-প্রকারের মানুষ রাসূলের সুন্নাতকে অমান্য ও অস্বীকার করে থাকে। প্রথমত ঃ যারা হাদীসকে অমান্য করে ও ইন্‌কার করে এবং হাদীসের দলীলের প্রতিও কটাক্ষ করে। দ্বিতীয়ত ঃ অনেকেই মৌখিকভাবে রাসূলের হাদীস মানার কথা স্বীকার করে এরা বলে, আমাদের ইমাম সাহেব এ সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, আমরা সেটা মানি। কেননা, ইমামগণ বহু বিদ্যার ধারক ছিলেন। তিনি কি-না দেখে না বুঝে হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তিনি কি না দেখেই এর পরিবর্তে অন্যটা গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। এরা সরাসরি হাদীস অমান্য করেননি কিন্তু নিজেদের মতকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনওবা রায় কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনওবা ইলমে ফিক্‌হের আবিষ্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট হাদীসকে বাদ দিয়ে নিজেদের মতকে ঠিক রেখেছেন। রাসূলের সুন্নাতকে অস্বীকার করে সেটাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন কেন এমন হল? তা বুঝা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সুন্নাতকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার অনুমতি দেননি। ইমামগণও অনুরূপ অনুমতি প্রদান করেননি। ইমামগণের ইন্তিকালের বহু পরে এরূপ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا *

অর্থাৎ– "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে আঁকড়িয়ে ধর। আর তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" **–সূরা ঃ আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১০৩**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে যে সুন্নাতের উপর সাহাবাই কিরাম 'আমাল করে গেছেন সে সুন্নাতই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতকে মানলেই এবং সরাসরি তার

প্রতি 'আমাল করতে পারলেই মুক্তি। আর তা না মান্‌লে ও অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌র কালাম ও রাসূলের হাদীস অনুযায়ী মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

যে নাবীর সুন্নাত না মানলে মুক্তির কোন আশাই নেই, এমন কি পূর্ববর্তী নাবীগণের মধ্যে কেউ যদি তাঁর যুগে পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করেন, তাঁর পক্ষেও সরাসরি যাঁর সুন্নাত না মানলে মুক্তির কোন পথই নেই, আজ সে নাবীর উম্মাত হয়েও তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে নামকরণ করতেও আমরা নারাজ!

ক্বিয়ামাতের দিন সকল নাবীর উম্মাত পৃথক পৃথক হয়ে নিজ নিজ নাবীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা রাসূলগণের আহ্বানে কি সাড়া দিয়েছিলে? তখন কিন্তু কেউ যদি বলে আমি নক্‌শাবন্দী ছিলাম আমি চিশতী ছিলাম, আমি মোজাদ্দেদী ছিলাম, আমি কাদিরী ছিলাম, আমি শিয়া ছিলাম, আমি মো'তাযিলী ছিলাম, আমি আশ'আরী ছিলাম, আর আমি মুহাম্মাদের উম্মাত মুহাম্মাদী ছিলাম কথাটা না বলেন, তাহলে মুক্তির কোন পথই থাকবে না। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী সরাসরিভাবে চলার ও রাসূলের নামের সাথে নিজেদের নামকরণ করার জন্য সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

বিদ'আতপন্থীরা নিজেদের বিদ'আতের সমর্থনে তাদের পীরদের দোহাই দিয়ে থাকে। তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদ'আতী কাজকেও বিদ'আত নয়– বড় সাওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আর বলে, অমুক ওয়ালী, অমুক পীর কিবলা নিজে এ কাজ করেছেন এবং করতে বলেছেন। আর তাঁর মত ওয়ালী যখন এ কাজ করেছেন, করতে বলে গেছেন, তখন তা বিদ'আত হতে পারে না। তা অবশ্যই বড় সাওয়াবের কাজ হবে। তা না হলে কি আর তিনি তা করতেন?

বিদ'আতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, কোন্‌টি সুন্নাত আর কোন্‌টি বিদ'আত, কোন্‌টি জায়িয আর কোন্‌টি নাজায়িয তা

নির্দিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে জানবার জন্য না কুরআন থেকে কোন দলীল দেখানো হয়, না হাদীস, না সাহাবাই কিরামের 'আমাল থেকে। কেবল দেখা হয় অমুক হুযুর কিবলা এ কাজ করেছেন কিনা! তিনি যদি করে থাকেন তাহলে তা করতে আর কোন দ্বিধাবোধ করা হয় না। সেক্ষেত্রে এতটুকুও চিন্তা করা হয় না যে, যার বা যাদের দোহাই দেয়া হচ্ছে সে বা তারা কুরআন হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে কিনা; তারা শারী'আতের ভিত্তিতে এ কাজ করেছে না কি নিজেদের ইচ্ছামত।

অথচ এরূপ কথা তো আরবের কাফির সামাজের লোকদের বলা কথার মত। তারা বলেছিল ঃ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ *

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থায় সঙ্গবদ্ধ অনুসারীরূপে পেয়েছি। আমরা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে হিদায়াত পেয়ে যাব।" –সূরা ঃ আয্-যুখরুফ, আয়াত ঃ ২২

অর্থাৎ– তাদের নিকট একমাত্র দলীল ছিল পূর্বপুরুষের দোহাই। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যায় ঃ বিদ'আত কাজের সমর্থনে কেবল হুযুর কিবলার দোহাই। সে দোহাইর ভিত্তি শারী'আতের কোন দলীল নয়, দলীল শুধু এই যে, সে তাদের ধারণা মত একজন 'বড় ওয়ালী' আর তার করা কাজ শারী'আতের প্রধান সনদ।

সর্বোত্তম নীতি ও আদর্শ পেশ করা হলেও তারা যেমন পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতেই বদ্ধপরিকর ছিল, তেমনি এরাও শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে যদি কোন কাজের বিদ'আত হওয়া প্রমাণিত হয়ও তবুও তারা হুযুর কিবলার দোহাই দিয়ে সেই বিদ'আতের কাজ-করতে থাকবে।

শারী'আতে যা নাজায়িয এবং শারী'আতের দলীল দিয়ে বলা হচ্ছে, এটা বিদ'আত কিন্তু পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়িয বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

শারী'আতী ব্যাপারে রাসূল ও সাহাবাদের ছাড়া আর কারো দোহাই চলতে পারে না। কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে সাহাবা ছাড়া স্বীকৃত হতে পারে না অপর কোন দলীল।

যদি শারী'আতের বিরোধী কোন কাজে (যেমন ঃ নাচ-গান, অশ্লীল ছবি প্রদর্শন কিংবা মদ্যপানে) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তবে তারমনে, একদিন না একদিন এমন ধারণা হবে যে, কাজটা ঠিক নয়। পরে হয়তো অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাবে এবং তাওবাহ্ করবে। কিন্তু কেউ যদি মিলাদ পড়ানো, মা-বোনদের নিয়ে 'খাজা বাবার' কবর কিংবা বড়পীরের কবর যিয়ারাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তবে তার মনে তাওবাহ্র তো কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এটা খুবই সাওয়াবের কাজ।

ইমাম গায্যালী (রাহঃ), হাসান বাস্রী (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, "শাইতান বলে, আমি উম্মাতি মুহাম্মাদীর সামনে পাপকে সুসজ্জিত করে পেশ করি কিন্তু তাদের ইস্তিগফার আমার কোমরকে ভেঙ্গে দেয়। তখন তাদের সামনে এমন গুনাহর কাজ পেশ করি, যাকে তারা গোনাহই মনে করে না। সুতরাং ইস্তিগফার করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। অতএব গুনাহ্র কাজ হলো বিদ'আত যাকে তারা দ্বীন বলে মনে করে অথচ এটা দ্বীনের কোন অংশই নয়।" **–ফাযায়িলে যিক্র**

ইবাদাত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ *

অর্থাৎ– প্রত্যেকটি বিদ'আতই গুমরাহী আর প্রত্যেকটি গুমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সাওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দ্বীন ও শারী'আতকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার। পূর্ববর্তী উম্মাতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নাবী ও রাসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আর আসল বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কঠোর হুঁশিয়ারী এবং শারী'আতের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক।

মুসাফাহায় বিদ'আত

মানুষ নামাযের পর (ইমাম মুক্তাদি একসাথে) এবং জুমু'আর নামাযের পর নির্দিষ্ট সময়ে মুসাফাহ্ করে থাকে, শারী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই, অতএব তা বিদ'আত।

আল্লামা ত্বিবী (রাহঃ) বলেন ঃ

وَفِىْ الْمُلْتَقَطِ يُكْرَهُ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ أَدَاءِ الصَّلٰوةِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّهَا مِنْ سُنَنِ الرَّوَافِضِ وَهٰكَذَا الْحُكْمُ فِىْ الْمُعَانَقَةِ *

অর্থাৎ– নামাযের পর সর্বাবস্থায় মুসাফাহ্ করা মাকরূহ। কারণ এটা রাফেজী সম্প্রদায়ের পদ্ধতি, মুয়ানাক্বার (বুক মিলানোর) একই হুকুম।

অজায়িফি নাববী থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

وَمَا يَفْعَلُ الْقَوْمُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَو بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَوْ بَعْدَ الْعِيدِ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَمْنُوعَةٌ *

সাধারণ ব্যক্তিবর্গ জুমু'আর পর, ফজরের পর অথবা ঈদের নামাযের পর যে মুসাফাহ্ করে থাকেন তা নিন্দনীয় বিদ'আত।

ফতোয়ায়ি ইবরাহীম শাহী থেকে জানা যায় ঃ

يُكْرَهُ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ أَدَاءِ الصَّلٰوةِ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَاصَافَحُوْا بَعْدَ أَدَاءِ الصَّلٰوةِ وَلِأَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الرَّوَافِضِ *

অর্থাৎ– সর্বাবস্থায় নামাযের পর মুসাফাহ করা মাকরূহ। কেননা, সাহাবা (রাযিঃ)-গণ নামাযের পর মুসাফাহ করেননি বরং তা হল রাফেজী সম্প্রদায়ের নিয়ম।

ফতোয়ায়ি শামীর মধ্যে রয়েছে ঃ

اَلْمُعْتَادَةُ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ مَعَ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ سُنَّةٌ وَمَاذَالِكَ إِلَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْثَرْ فِيْ خُصُوْصِ هٰذَا الْمَوَاضِعِ فَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا فِيْهِ تُوْهِمُ الْعَوَامَّ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِيْهِ *

মুসাফাহ সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনেকে নামাযের পর (নির্দিষ্ট সময়ে) অভ্যাসগতভাবে মুসাফাহ করেন বলে মাকরূহ বলেছেন। আর এজন্য বলেছেন যে, মুসাফাহ উক্ত সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়।

সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ মানুষের সর্বদা মুসাফাহ করা মানে উক্ত সময়ে করাকেই সুন্নাত মনে করা।

চার হাতে মুসাফাহ্ করার কোন হাদীস নেই। তাছাড়া আরবী ভাষায় কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুসাফাহ বলে অভিহিত করা হয়নি।

এই মর্মে বুখারীর প্রসিদ্ধতম ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারিতে লিখিত হয়েছে ঃ

وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ اَلْمُرَادُ بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ *

সাফাহ্ হতে মুফা'আলার ওযনে মুসাফাহ্ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এক হাতের তালু দিয়ে অপর হাতের তালু আঁকড়ে ধরা।

ইমাম হাকিম "কিতাবুল কুনা" গ্রন্থে আবূ উসামা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

تَمَامُ التَّحِيَّةِ اْلاَخْذُ بِالْيَدِ وَالْمُصَافَحَةُ بِالْيُمْنٰى *

সালামের পূর্ণতা মুসাফাহ্'র দ্বারা সম্পাদিত এবং মুসাফাহ ডান হাতে করতে হয়।

'আল্লামা যিয়াউদ্দীন (হানাফী) নাক্সবন্দির রামযুল হাদীস গ্রন্থের ব্যাখায় লিখেছেন ঃ

أَلظَّاهِرُ مِنْ اٰدَابِ الشَّرِيْعَةِ تَعْيِيْنُ اْلَيُمْنٰى مِنَ اْلَجَانِبَيْنِ لِحُصُوْلِ السُّنَّةِ كَذَالِكَ فَلاَ تَحْصُلُ بِالْيُسْرٰى فِيْ الْيُسْرٰى وَلَا فِيْ الْيُمْنٰى *

শারী'আতের রীতি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাত নিয়মে মুসাফাহ করার জন্য উভয়পক্ষ হতে ডান হাত নির্ধারিত হয়েছে। অতএব যদি উভয় পক্ষ হতে, বাম হাত মিলিত করা হয় কিংবা এক পক্ষের ডান হাত আর অপর পক্ষের বাম হাত তাহলে সুন্নাতি মুসাফাহ হবে না।

জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় যিকির করা এবং উচ্চ আওয়াযে কালিমা পড়া

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ تِلاَوَةِ اْلقُرْاٰنِ وَعِنْدَ الزَّحْفِ وَعِنْدَ الْجَنَازَةِ *

অর্থাৎ– তিন জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা নিরবতাকে পছন্দ করেন।

১। কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার সময়।

২। শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধের মাঠে অবতরণের সময় এবং

৩। জানাযা বহন করার সময়।

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلاَثٍ اْلَجَنَائِزِ وَاْلقِتَالِ وَالذِّكْرِ *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাগণ তিন সময় আওয়ায উচ্চ করাকে অপছন্দ করতেন।

১। জানাযার সময়, ২। যুদ্ধের সময় এবং ৩। যিকির করার সময়।

—বাহরুর রায়িক, ৫-৭৬

وَعَلَى مُتَّبِعِ الْجَنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاْءَةِ الْقُرْاٰنِ *

অর্থাৎ– জানাযার সাথে গমনকারীদের জন্য নীরব থাকা ওয়াজিব এবং সে সময় যিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতে উচ্চ আওয়ায করা মাকরূহ।

—আলমগীরী, ১-১৭৬

وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاْءَةِ الْقُرْاٰنِ وَقَوْلُهُمْ كُلُّ حَيٍّ يَمُوْتُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ بِدْعَةٌ *

যিকির এবং উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং ফাকিহ্গণের কথা যেমন প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে, ইত্যাদি এবং এর ন্যায় জানাযার পেছনে উচ্চস্বরে যিকির করাও বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, জানাযার পিছনে আওয়ায করাকে সাহাবাই কিরাম (রাযিঃ) মাকরূহ মনে করতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সময় নিরবতাকে পছন্দ করেন। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ এ মাসআলাকে পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে যে জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এমনিভাবে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (প্রত্যেক জীবই মৃত্যুবরণ করে) বলা আবার অনেক জায়গায় "আল্লাহ্ রাব্বী মুহাম্মাদ ﷺ নাবীয়্যী" ইত্যাদি বলা মাকরূহ এবং বিদ্'আত।

ইস্তিঞ্জায় কুলুখ

প্রস্রাব করার পর কুলুখ ধরে লজ্জাহীনের মত দশ, বিশ বা আরো বেশি কদম হাঁটা। পায়ে পায়ে কাঁচি দেয়া, হেলাদুলা ও উঠাবসা করা, খুব জোরে জোরে কাশি দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো বিদ'আত। কারণ এসবের নির্দেশ হাদীসে নেই। প্রয়োজন বোধে প্রস্রাব পায়খানার ভিতর থেকেই ৩ টি ঢিলা নিয়ে পর্দার ভিতরেই পাক হওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়।

–শামী, আলমগীরি

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) লিখেছেন, 'বেহায়ার মত কুলুখ নিয়ে ফিরবে না।' **–তা'লিমুদ্দীন, ইস্‌তিবরাহ্‌**

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহঃ) লিখেছেন, প্রস্রাবের পর জোরে জোরে কাশি দেয়া, উঠা-বসা করা, লজ্জাস্থান দেখা ও তার মধ্যে পানি দেয়া এসব মনের সন্দেহ আর শাইতানের ওয়াসওয়াসা মাত্র। **–ইগাসাতুল লাহফান**

কিছু সংখ্যক লোক ঢিলা-কুলুখের ফাযিলাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, প্রস্রাবের পর কুলুখ করলে অর্ধ কুরআন (১৫ পারা) খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায় **–নাঊযুবিল্লাহ্‌**। এমন মনগড়া কথা কোন হাদীসে পাওয়া যায় না।

অতএব এমন কথা বলা বিদ'আত এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ।

এমন কথা বলাটাও বিদ'আত যে, ইস্তিঞ্জায় ব্যবহৃত ঢিলা-কুলুখ মীযানে নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে **–নাঊযুবিল্লাহ্‌**। এমন সন্দেহহীন বানোয়াট কথা কোন মাওজূ' (বানোয়াট) হাদীসেও পাওয়া যায় না।

ওযূ ও নামাযের দু'আয় বিদ'আত

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)-এর 'বিহেশতী জেওর' বঙ্গানুবাদের ১ম খণ্ডের ৯৮-১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, ওযূর সময় যে সকল দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন ঃ কব্জি ধোয়ার দু'আ, কুলি করার দু'আ, নাকে পানি প্রবেশ করানোর দু'আ, মুখমণ্ডল ধোয়ার দু'আ ইত্যাদি দু'আগুলোর প্রমাণ কোন হাদীসে পাওয়া যায় না।

অতএব এগুলো মারাত্মক বিদ'আত।

মাথা ও কান মাসাহ করার পর হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করা বিদ'আত। **–মিযানে কুবরা, হাদি, তাজকিরাতুল মাউযুআত, যাদুল মাআদ, শারাহ মুহাযযাব, মাউযুআতে কাবীর**

ওযূর অঙ্গ ধোয়াতে তারতীবের খিলাফ করলে ওযূ হবে না (বরং বিদ'আত হবে)। **–সহীহঃ নাসাঈ (হাঃ ৮৪-৮৫)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আউযুবিল্লাহ্...... ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু..... নাওয়াইতুআন্...... ইত্যাদি নতুন আবিস্কার হয়েছে এমন দু'আ যা কোন কোন লোক পড়ে থাকে, এসব কিছু পড়তেন না। চার ইমাম হতেও এর কোন প্রমাণ নেই। অতএব এটা বিদ'আত।

নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার জিনিস নয় বরং নিয়্যাতের নামে মুখে কিছু বলা সুন্নাতের বিপরীত, কাজেই এটা বিদ'আত। **–হিদায়া, দুররে মুখতার**

আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী (রাহঃ) লিখেছেন, "মুখে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ'আত।" **–সিরাতুল মুস্তাকীম**

আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহঃ) লিখেছেন, 'মুখে নিয়্যাত পাঠ করা ঠিক নয়। **–আশআতুল লামআত**

এই মর্মে মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর নামাযের নিয়মাবলী পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

وَلَا بُدَّ لِلْمُصَلِّى مِنْ اَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ الَّتِى قَامَ إِلَيْهَا وَتَعْيِينِهَا بِقَلْبِهِ، كَفَرْضِ الظُّهْرِ أو العَصْرِ، أوْ سُنَّتِهِمَا مَثَلاً، وَهُوَ شَرْطٌ أو رُكْنٌ. وأمَّا التَلَفُّظُ بِهَا بِلِسَانِهِ فَبِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أحَدٌ مِنْ مَتبُوعِى الْمُقَلِّدِيْنَ مِنَ الأئِمَّةِ *

নামাযী যে নামাযের জন্য দাঁড়াবে, মনে মনে তার সংকল্প করা ও ক্বিবলা নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেমন– যোহর নামায, আসর নামায। অনুরূপভাবে উক্ত দু'ওয়াক্তের সুন্নাত নামাযসমূহ। আর সেটা হচ্ছে শর্ত অথবা রুকন। নিয়াত মুখে উচ্চারণ করে পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী অর্থাৎ– বিদ‘আত। চারজন ইমামের কোন অন্ধ অনুসারীও এরূপ বলেননি।

আল্লামা শাত্বিবী (রাহঃ) ফরয নামাযের পর দলবদ্ধভাবে (ইজতিমায়ী) দু‘আ করাকে বিদ‘আত বলেছেন। **–আল-ই‘তিসাম**

ইবনুল হাজ মাদখাল বলেন ঃ না রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে, না খুলাফায়ি রাশিদীন হতে, না অপর কোন সাহাবা-ই কিরাম (রাযিঃ) হতে এটা প্রমাণিত যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর দু‘আর জন্য হাত তুলবেন আর মুক্তাদী আমীন..... আমীন বলবেন। এজন্য এমন দলবদ্ধভাবে দু‘আ বর্জন করাই উত্তম। তা না হলে এমন দু‘আ করা বিদ‘আত। **–মাদখাল**

আল্লামা আহমাদ ইবনু হামুলী হানাফী ব্যাখ্যা করেন যে, ইবনু হুজুর (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন ফরয নামাযের পর একত্রিত হয়ে হাত তুলে দু‘আ করা বিদ‘আত। **–হামুলী**

দু‘আয় গোপনীয়তা মুস্তাহাব এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ করা বিদ‘আত।

–সিরাজিয়া

আযানের সময় আঙ্গুল চুম্বন করা

আযানের "শব্দ" ও আযানের পরের দু'আ হাদীসসমূহের কিতাবে বিদ্যমান আছে কিন্তু কোন বিশুদ্ধ বর্ণনাতে এ কথা নেই যে আযান শুনার সময় আঙ্গুলী চুম্বন করতে হবে।

যখন একথা বুঝা গেল যে এরূপ আমাল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাহলে এরকম একটি আমালকে কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? কিভাবে এটাকে দ্বীনের প্রথা বা নিয়ম বলে মেনে নেয়া যায়?

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী তাইসীরুল মাকাল নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اَلْاَحَادِيْثُ الَّتِى رُوِيَتْ فِىْ تَقْبِيْلِ الْاَنَامِلِ وَجَعْلِهَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ سِمَاعِ اسْمِهِ ﷺ عَنِ الْمُؤَذِّنِ فِىْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مَوْضُوْعَاتٌ *

অর্থাৎ- ঐসব হাদীস যেগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, আযানের সময় মুয়ায্‌যিন যখন কালিমায়ি শাহাদাত পড়বে তখন আঙ্গুল চুম্বন করবে এবং দুই চক্ষুতে মলিন করবে। এগুলো সবই হচ্ছে মাউজূ' (মনগড়া) বানোয়াট হাদীস।

প্রকৃতভাবে বিদ্'আতপন্থীদের আক্বীদা বা বিশ্বাস এবং আমালের মূল উৎস হল মাওজূ' এবং মনগড়া হাদীসসমূহ।

সুতরাং মাওজূ' হাদীসের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে আমাল করা হারাম।

আযানের সময় আঙ্গুল চুম্বনের স্বপক্ষে বিদ'আতপন্থীগণ দলীল হিসাবে যে সব রিওয়ায়াত উপস্থাপন করেছেন তাহল মাওজূ' হাদীস মাওজূ' হাদীসের উপর আমাল করা কিছুতেই জায়িয নয়।

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির হানাফী লিখেছেন ঃ

وَلَا يَصِحُّ تَذْكِرَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ *

মাওজূ' রিওয়ায়াত বর্ণনা করা ঠিক নয়।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রাহঃ) আল্লামা সাখারী (রাহঃ)-এর বরাতে তিনি বলেন ঃ لَا يَصِحُّ مَوْضُوْعَاتٌ অর্থাৎ- এ রিওয়ায়াত সহীহ বা শুদ্ধ নয়।

যখন এ সকল রিওয়ায়াতই অশুদ্ধ তখন তার উপর আমাল করা কতটুকু শুদ্ধ হবে? আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। –আমীন!

অতএব, আযানের শব্দ "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" শুনে বুড়ো আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে ছুয়ানো অবৈধ। এরূপ করা বিদ'আত।

–শামী, ইসলাহুর রসূম, তাইসীরুল মাকাল, মাজমুআ ফাতোয়া

আযানের পর মুনাজাত বিদ'আত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আযানের সময় মুয়াযৃযিন যা বলে তোমরাও তা বল। অতঃপর আযান শেষ হলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যা চাও তা দেয়া হবে। **–হাদীসটি হাসানঃ মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৬৭৩)**

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযানের পর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছু চাওয়া এবং বর্ণনাকৃত দু'আ সুন্নাত। আযানের পর দু'আ পাঠ করা রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে।

জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযান শোনার পর যে ব্যক্তি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ *

পড়বে, ক্বিয়ামাতের মাঠে আমার পক্ষ হতে তার জন্য শাফা'আত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (সুবহানাল্লাহ্) বর্ণিত দু'আ মুখে পড়া সুন্নাত।

–বুখারী, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৬৫৯)

আযানের এ গতিধারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানা এবং সালফি সালিহীনের যামানা থেকে চলে আসছে। তাদের যামানায় আযানের পর

প্রচলিত নিয়মে মুনাজাতের (অর্থাৎ– হাত তুলে দু'আর) প্রমাণ না থাকায় বর্তমান যামানার প্রচলিত নিয়মে আদায়কৃত মুনাজাত বিদ'আত।

যে সমস্ত দু'আর ক্ষেত্রে হাত উঠানোর বর্ণনা নেই, সেই সমস্ত দু'আয় হাত উঠানো জায়িয নয়।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ : رَاىٰ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَيَدْعُوْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ الْقَصِيْرَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِىْ السَّبَّابَةِ الَّتِيْ تَلِى الإِبْهَامِ *

হুসাইন ইবনু আব্দুর রাহ্মান (রাহঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা উমারাহ্ ইবনু রুয়াইবাহ্ বিশ্র ইবনু মারওয়ান যিনি কুফা শহরের খালিফা ছিলেন। জামি মাসজিদের খুত্বা দেয়া অবস্থায় দু'আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করলেন। উমারাহ্ (রাযিঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ছোট হাতদ্বয়কে ধ্বংস করুন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুত্বা পড়তে দেখেছি। কিন্তু কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা থেকে বেশী কিছু দেখিনি। **–সহীহ্ঃ আবূ দাঊদ (হাঃ ১১০৪)**

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ বা কালিমায়ি তাওহীদের সময় আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। পক্ষান্তরে বিশির ইবনু মারওয়ান যা করেছেন তা বিদ'আত করেছেন। সুতরাং যে স্থানে দু'আর মধ্যে হাত উঠানো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণ নেই সেই স্থানে হাত উঠানো নিন্দনীয় বিদ'আত।

খাবার খাওয়ার পর মুনাজাত করা। অর্থাৎ– হাত উত্তোলন করে দু‘আ করা বিদ‘আত

খাবার খাওয়ার পর দু'আ পড়া সুন্নাত। হাদীসে এসেছে নিজের ঘরে খাবার খেয়ে এক দু'আ পড়বে এবং দাওয়াত খেয়ে অন্য দু'আ পড়বে। প্রত্যেক জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবা কিরাম (রাযিঃ)-এর কাছ থেকে দু'আ পড়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু হাত উঠানোর ব্যাপারে তাঁর কোন হাদীস নেই। আর তাদের কাছ থেকে তার কোনরূপ প্রমাণ বা হাদীস না থাকাই তা বিদ‘আত হওয়ার শক্ত দলীল।

প্রমাণ বা বর্ণনা না থাকাই বিদ‘আত হওয়ার প্রধান কারণ। প্রচলিত মুনাজাতের ব্যাপারে আল্লামা ত্বাইবি (রাহঃ) **"মিরকাত"** শারহে মিশকাত গ্রন্থে লিখেছেন–

فَقَالَ الطِّيْبِيُّ دَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ اِذَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَمْسَحْ وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ لِاَنَّهٗ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ كَثِيْرًا كَمَا فِى الصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الدَّعْوَاتِ الْمَأْثُوْرَةِ دُبُرَ الصَّلٰوَاتِ وَعِنْدَ النَّوْمِ بَعْدَ الاَكْلِ وَاَمْثَالِ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهٗ *

অর্থাৎ– একথা বুঝা যায়, যে সমস্ত দু'আর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত উঠাননি, সে সব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত চেহারার সাথে লাগাননি সেগুলো একটি উত্তম নিয়ম। কেননা, অনেক জায়গায়ই দু'আ পড়তেন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করতেন না এবং চেহারায়ও হাত লাগাতেন না। যেমন, নামায এবং তাওয়াফের মধ্যে দু'আ পড়তেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, ঘুম যাওয়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার পর, খাবার খাওয়ার পর ইত্যাদি। কিন্তু রাসূল ﷺ হাত উত্তোলন করতেন না এবং চেহারায়ও মাসাহ করতেন না।

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, বর্ণিত জায়গাসমূহে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা জায়িয নয়। কেননা, সালাফে সালিহীন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনগণের কাছ থেকে এ কাজের কোন প্রমাণ নেই। এটাই সুন্নাত পরিপন্থী এবং শারী'আত পরিপন্থী। অতএব তা বিদ'আত।

সুতরাং এ সুন্নাত পরিপন্থী কাজ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দূরে থাকা একান্ত অপরিহার্য।

খাবার শেষে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ *

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাকে তার রিযি্ক হতে এটা পানাহার করালেন, যা অর্জন করার শক্তি এবং ক্ষমতা আমার ছিল না।" **–হাসানঃ ইবনু মাজাহ্ (হাঃ ৩২৮৫), তিরমিযী (হাঃ ৩৪৫৮)**

কেউ কিছু খাওয়ালে তার জন্য দু'টি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ *

"হে আল্লাহ্! যে আমাকে খাবার দিয়েছে, তুমি তাকে খাওয়াও, যে আমাকে পান করিয়েছে, তুমি তাকে পান করাও।

–সহীহ্ঃ আহ্মাদ (হাঃ ২৩, ৮০৯)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ *

"হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে যা দান করেছ তাতে বারকাত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের প্রতি রহম ও দয়া কর।" **–সহীহ্ আবূ দাউদ (হাঃ ৩৭২৯), সহীহ্ আত্-তিরমিযী (হাঃ ৩৫৭৬)**

উল্কি করা, চুলে চুল মিলানো কপাল ও মুখমণ্ডলের চুল তুলে ফেলতে নিষেধাজ্ঞা

মাসরূক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; একজন মহিলা ইবনু মাসউদ (রাযিঃ)-এর নিকট এসে বলে– "আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনি নারীদের উল্কি করা ও চুলে চুল মিলিত করা হতে নিষেধ করে থাকেন। আচ্ছা বলুন তো; আপনি এটা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে পেয়েছেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন?" উত্তরে ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ "হ্যা, এটা আমি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবেও পেয়েছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতেও শুনেছি।" একথা শুনে মহিলাটি বলে, "আমি পুরো কুরআন মাজীদ পাঠ করেছি, কিন্তু কোথাও তো এটা পাইনি!" তখন ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ "তুমি তাতে وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।) এটা কি পাওনি?" মহিলাটি জবাবে বলে, "হ্যাঁ, তাতো পেয়েছি।" তখন ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বললেন ঃ "আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্কি করা হতে, চুলে চুল মিলানো হতে এবং কপাল ও মুখমণ্ডলের চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন।" **–বুখারী (হাঃ ৪৮৮৬, ৫৯৪৩), মুসলিম (হাঃ ২১২৫)**

মহিলাটি তখন বললো ঃ "জনাব! আপনার পরিবারের কোন কোন মহিলারাও তো এরূপ করে থাকে!" তিনি তাকে বললেন ঃ "তাহলে তুমি আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে দেখে এসো।" সে গেল এবং দেখে এসে বললো ঃ "জনাব! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি ভুল বলেছি। উপরোক্ত কোন দোষ আপনার পরিবারের কোন মহিলার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম না।" তখন ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) মহিলাটিকে বললেন ঃ "তুমি কি ভুলে গেছ যে, আল্লাহর সৎ বান্দা [শুআইব (আঃ)] বলেছিলেন ঃ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ অর্থাৎ– "আমি এটা চাই না যে, যা হতে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখছি আমি নিজে তার বিপরীত করবো।" **–ইবনু আবী হাতিম, মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাসীর (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭২)**

মুহাররাম পর্ব ও ইসলাম

সুন্নাতের নামে অনেক বিদ'আত ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। বাস্তবে সেগুলো অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলামের নামে রচিত কুসংস্কার ও বিদ'আত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রচলিত মুহাররাম পর্ব। এ পর্বের অনুসন্ধান কুরআন ও সুন্নাহ তে' নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ও সাহাবাগণের যুগে এ অভিনব পর্বের অস্তিত্বও ছিলনা। তবে জাহিলী যুগ থেকে মুহাররামসহ চারটি মাসের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হত। এখানে স্মরণ যোগ্য যে, এই দশম মুহাররামে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাতী ইমাম হুসাঈন (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ)-এর অন্যান্য পুত্রগণ কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষের ২য় খণ্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, এ মাসের ১৬ তারিখে জেরুযালেমকে কিবলা রূপে মনোনয়ন করা হয় এবং পরে কা'বাকে কিবলা করা হয়। এ মাসের ১৭ তারিখে হস্তীবাহিনীর আগমন ঘটে। যাই হোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই ইসলাম এ মাসের ৯ ও ১০ তারিখের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রোযা ফরজ হবার পর ঐ দিনের রোযা রাখাকে ফরয করা হয়নি। সেটাকে ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। এই দিনে শী'আ ও বিদ'আতী মুসলমানরা তাযিয়া উপলক্ষে নাটক ও বহু পরিমাণে বিদ'আতী ও শেরেকী 'আমাল সম্পাদন করে থাকে।

১০ই মুহাররাম 'আশুরা' নামে অভিহিত। এই দিনে মূসা আলাইহিস্ সালাম অত্যাচারী শাসক ফির'আউনের বন্দীশালা থেকে ইসরাঈল সন্তানদের উদ্ধার করেছিলেন এবং উদ্ধার কাজ শেষ হবার সাথে সাথেই ফির'আউন নিজ সৈন্যসহ ডুবে মরেছিল। উক্ত কারণে মূসা (আঃ) ঐ দিনে রোযা পালন করেছিলেন। সূরা বানি ইসরাঈলে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ও ইসরাঈল সন্তানগণকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন এবং ফির'আউনকে সসৈন্যে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মূসা (আঃ)-এর বিজয় মূলতঃ ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছিল। জয় আল্লাহ্ তা'আলার দান এবং

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দাসের কর্তব্য। সকল নাবীতে সমভাবে বিশ্বাসী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতগণ এদিনটিকে মর্যাদা পূর্ণ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

আরবের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও তাদের দেখাদেখি জাহিলী আরবের লোকেরাও এদিনের রোযা পালন করত। মুহাম্মাদ ﷺ হিজরাতের পর মদীনা শারীফে ইয়াহুদীদের রোযা পালন করার কথা শুনে বলেন ঃ نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى 'মূসার প্রতি সম্মান ও সমবেদনা দেখানোর হাক্ব আমাদের অনেক বেশী' তাই তিনি ও তার নির্দেশে সাহাবাগণ এদিনে রোযা পালন করেন। ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সমাজ মুসলিম বিদ্বেষী ও সত্য পথ পরিত্যাগ করে অন্যায় পথে থাকার কারণে মুহাম্মাদ ﷺ ব্যাক্ত করেন যে, সামনের বছর বেঁচে থাকলে দুটো রোযা রাখবেন। এই মর্মে উম্মাতগণকে বলেন ঃ خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিরোধিতা কর বলে দুটো রোযা রাখার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনে রামাযানের রোযা পালন করা অপরিহার্য হয়। ফলে পূর্বের আদেশ শিথিল হয় এবং এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন– فَمَنْ شَاءَ وصَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ এখন যে রোযা রাখতে ইচ্ছুক সে রোযা করবে আর যে অনিচ্ছুক সে ইফতার করবে। –**বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ২০০১), মুসলিম**

আশুরা'র দিনে রোযা করলে আল্লাহ্ তা'আলা বিগত এক বছরের গোনাহ্ মাফ করে দেন। –**মুসলিম (হাঃ ১১৬২)**

আশুরার শিক্ষা হচ্ছে বিপদ মুক্তির পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সুন্নাত। কিন্তু ঐ দিনে নির্দ্ধারিত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করা, মাতম করা, তাযিয়া তৈরী করা বিদ'আত। আশুরার ১০ম দিনেই কারবালার মরু প্রান্তরে হুসাইন (রাযিঃ) তাঁর অন্য দু'ভাই সমেত শাহাদাত বরণ করেন। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রচলিত মুহাররাম প্রথা চালু হয়েছে। এর পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও ছিল।

প্রচলিত শোক প্রথা বিদ'আত

কোন মানুষ পরলোকগমন করলে মানুষ হারানোর ব্যাথার জন্য শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। লোকজন মর্মাহত ও দুঃখিত হন, এবং শোকের বন্যা তাদের অন্তর আত্মাকে প্লাবিত করে ফেলে। এমতাবস্থায় ইসলাম তাদেরকে মাত্র তিনদিন শোক প্রকাশ করতে অনুমতি প্রদান করেছে। কোন মুসলমান তিনদিনের অতিরিক্ত শোক প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহ্‌র নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ

لَايَحِلُّلِلْحَدأنْ يُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّاعَلٰى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا *

"কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর জন্য মাত্র চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।"
–আবূ দাঊদ

কিন্তু যারা কোন শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বুকে চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিড়ে মাথা নেড়ে হায় হায় করে উচ্চ স্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের গুণ-গরিমাগুলো খুব করে প্রকাশ করে। কান্না কাটি করার জন্য ভাড়াটিয়া লোক এসে মায়া কান্নায় ফেটে পরে, জাহিলী যুগের অনুকরণ পূর্বক চিৎকার করে কান্নাকাটি করে। ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে মেয়েরা দল বেঁধে গিয়ে কান্না জুড়ে দিত। মৃত ব্যক্তির মান সম্মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনতো। বিংশ শতাব্দীতে অনেক অজ্ঞ মুসলমান ঐ কাজগুলো করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعٰى بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ *

সে ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে গালে-মুখে (বুকে) চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের মত চিৎকার করে কাঁদে (এবং সে যুগের মত মৃত ব্যক্তির গুণ-গরিমা প্রকাশ করে)। –বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ১২৯৪), মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৯৩)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি শোকে মাথা ন্যাড়া করে, চিৎকার করে কাঁদে ও কাপড় ছিড়ে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

–বুখারী, মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৯৭)

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ *

"যে মহিলা মৃত ব্যক্তির কাছে উচ্চ স্বরে কাঁদে এবং যে মহিলা কান পেতে তা শুনে (উভয়কে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।"

–যঈফঃ আবূ দাউদ (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৩১২৮)

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, তিন দিনের অতিরিক্ত শোক প্রকাশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কেবল মাত্র স্ত্রী তার মৃত স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। এ ছাড়া যারা প্রতি বছর শোক দিবস, মৃত্যু দিবস, জন্ম দিবস পালন করে তারা বিদ'আতী, পক্ষান্তরে যারা গালে, মুখে, বুকে চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে, উচ্চস্বরে কাঁদে, তারা মুসলমানদের পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল লোকের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন যারা মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চস্বরে কাঁদে।

বিদ'আত জাহান্নামের পথ দেখায় এবং পরিশেষে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সুতরাং বিদ'আতী আচরণ ও কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা ও পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কতকাল পূর্বে ইমাম হুসাঈন শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু এখনও অজ্ঞ মুসলিম সমাজ রাসূলের হাদীসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বিদ'আতী শোক প্রকাশে মাত্ওয়ারা হয়ে আছে। এবং ইমাম হুসাইনের মার্সিয়া ও তাযিয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ইমাম হুসাইনের মাতা-পিতার জন্য তো অনুরূপ শোক প্রকাশ করা হয় না। হাজারো সাহাবাই কেরামের জন্য কোন শোক প্রকাশ করা হয় না। আসলে এটা শী'আদের অন্ধ ভক্তির অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلٰى الْمَيِّتِ *

আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। মানুষের মধ্যে দু'টি বস্তু রয়েছে তা তাদের জন্য কুফরী কাজ। বংশের প্রতি গালি দেয়া, দুর্নাম করা এবং মৃতের জন্য চিৎকার করে কাঁদা।

–মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৩৫)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ *

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃতের জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ বিলাপের কারণে মৃতকে শাস্তি দেয়া হয়। –বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ১২৮৬), মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ২০১৯)

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ *

আবূ মালিক আশ‘আরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (মৃতের জন্য) বিলাপ করে ক্রন্দনকারিনী মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ না করলে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পোশাক এবং দস্তার তৈরী জামা পড়িয়ে উঠানো হবে। –মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ২০৩৪)

প্রচলিত আশুরা

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী এ মাসে রক্তপাত হারাম ও অবৈধ। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)-এর কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিক ভাবে শাহাদাত বরণের পর যতবার মুহাররাম মাসের আগমন ঘটেছে ঠিক ততবারই মুসলিম সমাজের একটি দল রক্তের হুলিয়া খেলেছে। পৃথিবী যেন ততবারই কারবালার প্রান্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করেছে। ইসলামের নীতিকে পরিত্যাগ করে এরা ভ্রান্ত ও কল্পিত নীতি প্রচার করে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপ দ্বারা বিদ'আতী আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন ঘটিয়েছে। প্রচলিত মুহাররাম পর্বের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামী বিধান মতে মুহাররাম হচ্ছে মূসা আলাইহিস সালামের ও ইসরাঈলী সন্তানদের ফির'আউনের বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ। এ কারণে নাফল রোযা পালন করা সুন্নাত পক্ষান্তরে বিদ'আতী মুহাররাম হচ্ছে শাহাদাতে হুসাইনকে কেন্দ্র করে ধুম-ধামের সাথে শোক বিদস পালন করা। শোক দিবস পালন করা ইসলামী শারী'আত বিরোধী– যেখানে রোযার পবিত্রতা নেই, আছে কেবল নানা প্রকারের শেরেকী ও বিদ'আতী কুসংস্কারপূর্ণ কার্যকলাপ। যেমন ভুয়া কবর বানিয়ে তাযিয়া প্রদর্শন করা, সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাঁর কাছে কল্যাণ লাভের ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি কামনা করা। কবরের ধুলা গায়ে মালিশ করা, তার দিকে ঝুকে পড়ে সিজদাহ করা, তার সম্মানে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে হায় হুসাইন! হায় হুসাইন! বলে চিৎকার করা, বুক চাপড়িয়ে রক্ত বের করা, তাযিয়া দেয়ার মানত করা, তাযিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে খালিপায়ে চলা, হুসাইনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেয়া, ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে স্ত্রীলোকদের বাতি জ্বালানো, ঐ নামে কেক বানিয়ে বারাকাতের জন্য বিক্রী করা ও বারাকাত লাভের আশায় তা ক্রয় করা, শোক মিছিল করা, কালো ব্যাজ পরিধান করা, 'তাবারাক' বিতরণ করা, ইমাম হুসাইন ও ইয়াযীদের নামে ভুয়া সৈন্য সেজে উভয় পক্ষে ভীষণ ভাবে লাঠালাঠি ও মারামারি করা এবং সেটাকে খুব বারাকাতপূর্ণ মনে করা, ইমাম হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে ছাগল বেঁধে নিশানা করে আঘাত করতে করতে সেটাকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা, কুকুরকে পানি পান করানো এবং সেটাকে মহা পুণ্যের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে বলে মনে করা, ইত্যাদি কাজগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ কুসংস্কার বিদ'আত এবং কোন কোন কাজ শির্কী ও বিদ'আত।

তাযিয়া

তাযিয়া'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সমবেদনা পেশ করা। মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গই মূলতঃ এরূপ সমবেদনা পাওয়ার যোগ্য। মুহাররাম উপলক্ষে তাযিয়া বলতে সমবেদনাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে হুসাইন পরিবারই সমবেদনা পাওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু সমবেদনা এখন ভুয়া ও কৃত্রিম কবরে পরিণত হয়েছে। শী'আ ও বিদ'আতী মুসলমানেরা হুসাইনের ভূয়া কবর তৈরী করে তার কাছে মনের আশা পূরণের আবেদন জানায়। এর কাছে আকুলি-বিকুলি করে আর্তনাদের স্বরে আবেদন ও নিবেদন জানায়। এটা যে স্পষ্ট শির্ক এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের সুযোগ নেই। এখানে স্মরণ যোগ্য, আল্লাহ্ তা'আলা শির্কের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তাযিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরূপ ঃ

হিজরী সনের চতুর্থ শতাব্দীতে মিশরের ফাতিমী শাসক মুঈজুদ্দৌল্লা সর্বপ্রথম তাযিয়া প্রথা চালু করেন। ভারত বিজয়ের পর তৈমুর লং ৮০১ হিজরীতে এ প্রথা ভারতবর্ষে চালু করেন। ৯৬২ হিজরীতে মোগল সম্রাট হুমায়ুন পুনরায় এদেশে ঐ কুপ্রথার প্রবর্তন করেন। উল্লেখিত তিনজন শাসকই শি'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মূলতঃ শি'আ ও বিদ'আতী মুসলমানরা হুসাইনের ভূয়া কবরের কাছে ফারিয়াদ জানিয়েই তৃপ্তি পায় এবং মুক্তির এমকাত্র পথ এটাকেই মনে করে।

শোক প্রকাশের মাধ্যমে ও সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যারা ভূয়া কবর প্রস্তুত করে এবং এ উপলক্ষে অর্থ ব্যয় করে তারা হাদীসের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত। যারা হুসাইনের ভূয়া কবর বানিয়ে তার কাছে মনের ইচ্ছা পূরণের আবেদন জানায়, তারা শির্কের অপরাধে অপরাধী হয়ে জাহান্নামে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে বৈ আর কিছুই না। সুতরাং এ জঘন্য অপরাধমূলক কাজ থেকে দূরে থাকার এবং অপরকে বিরত রাখার আবেদন জানানো সকল মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। হে আল্লাহ্! তুমি মুসলিম সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ'আতী কাজগুলো থেকে দূরে রাখ এবং কুরআন ও সুন্নাহর পথে চলার তৌফীক দাও। –আমীন!

শবে বারাতের ইতিহাস

১৪ই শা'বানের দিবা গত রাতটি শবে বারাত নামে প্রসিদ্ধ। প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী এ রাতেই তাক্‌দীর বন্টন করা হয়– এ অজুহাতে নানাবিধ রসম রিওয়াজ চালু হয়েছে। মনগড়া ইবাদাত বন্দেগীর আবিষ্কার করা হয়েছে, জাল হাদীসের অনুসরণ করা হয়েছে! এ রাতে কৃত অনৈসলামিক কার্য কলাপের মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্যাস্তের সাথে সাথে গোসল করে একশ রাকাত নামায পড়া, আর প্রত্যেক রাকাতে দশবার সূরা ঃ আল-ইখলাস পাঠ করা। এ সম্পর্কে কোন হাদীস নেই। কুরআন ও সুন্নায়– এ রাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত নামায পড়ার কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগেও এরপর সাহাবাগণের এবং তাবেয়ীগণের যুগেও এরূপ 'আমাল করা হয়নি। বিখ্যাত পণ্ডিত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী'র মতে ৪৪৮ হিজরী সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে সর্ব প্রথম এ নামাযের প্রচলন ঘটানো হয়। সুন্নাতের কষ্টি পাথরের মানদণ্ডে এর সামান্যতম স্থানও নেই। প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বানের উদ্ধৃতি জনগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হল–

اِعْلَمْ اَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِىْ الدَّيْلَمِيْ وَغَيْرِهٖ اَنَّ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِىْ نِصْفِ شَعْبَانَ بِالْإِخْلَاصِ عَشْرَمَرَّاتٍ فِىْ كُلِّرَكْعَةٍ مَعَ طُوْلٍ، وَفِىْ بَعْضِ الرَّسَائِلِ قَالَ عَلِىُّ اِبْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُحْدِثَ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الصلوٰةُ الْاَلْفِيَةُ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِالْإِخْلَاصِ عَشْرًاعَشْرًا بِالْجَمَاعَةِ وَاهْتَمُّوا بِهَا اَكْثَرَ مِنَ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ لَمْ يَأْتِ بِهَاخَبْرٌ وَّلَا اَثْرٌ اِلَّاضَعِيْفٌ اَوْ مَوْضُوْعٌ وَّلَاتُغْتَرَّ بِذِكْرِ صَاحِبِ الْقُوْتِ وَالْاِحْيَادِ وَغَيْرِهِمَا وَكَانَ لِلْعَوَامِّ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ اِفْتِتَانٌ عَظِيْمٌ حَتّٰى الْتَزَمَ بِسَبَبِهٖ كَثْرَةُ الْوَقِيْدِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُسُوْقِ وَانْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ مَايُغْنِىْ عَنْ وَصْفِهٖ حَتّٰى خَشِىَ الْاَوْلِيَاءُ مِنَ الْخَسْفِ وَهَرَبُوْا فِيْهَا اِلَى

اَلْبَرَارِمِى وَاَوَّلُ حُدُوْثِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَاَرْبَعَ مِائَةٍ وَقَدْ جَعَلَهَا جَهَلَةُ أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ مَعَ صَلٰوةِ الرَّغَائِبِ وَنَحْوِهَا شَبَكَةً لِجَمْعِ الْعَوَامِّ وَطَلَبًا الرِّيَاسَةَ والتَّقَدُّمِ وَتَحْصِيْلِ الْحُطَامِ *

পাঠক! তুমি অবগত হও! 'দাইলামী' প্রভৃতি কর্তৃক বর্ণিত নিস্‌ফ শা'বানের রাতে একশ রাকাত নামায প্রত্যেক রাকাতে দশবার করে সূরা ঃ আল-ইখলাস পাঠসহ লম্বা করে পাঠের বর্ণনা এবং অন্য কোন কোন পুস্তকে আরো রয়েছে– আলী ইবনু ইবরাহীম বলেন ঃ নিসফি শা'বানের রাতে করা বিদ'আতসমূহের অন্যতম হচ্ছে সালাতে আলফিয়ার একশ রাকাত নামায। প্রত্যেক রাক'আতে দশবার করে সূরা ঃ আল-ইখলাস-সহ জামাতের সাথে পড়া এবং জুমু'আ ও ঈদের নামায অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া। দুর্বল বা বর্জনীয় ছাড়া এতদসংক্রান্ত কোন হাদীস ও সাহাবীর বিবরণ 'আসর' আসেনি। দুর্বল বা মাওযু হাদীসগুলো এহ্‌য়াউল উলুম এবং কিতাবুল কুতে বর্ণিত হবার কারণে প্রতারণায় আবদ্ধ হবেন না। জনগণ ফিৎনায় আপতিত হয়েছে, এবং বাধ্যতামূলক আহার বিহারের ব্যবস্থা করেছে, যাতে নানা ধরণের অন্যায় কাজ সংঘটিত হয় এবং শারী'আতের বিধান লংঘন হয়। অনাচার ও অবিচার এত বেশী যে তা প্রকাশ করা অসম্ভব। উল্লেখিত অনাচারের ফলে আউলিয়াগণ ভূমি ধ্বসে যাবার আশংকায় জঙ্গলের দিকে পলায়ন করেন। ৪৪৮ হিজরী সনে জিরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বিদ'আত আবিষ্কৃত হয়।

অন্যান্য নামাযের সাথে যুক্ত করে জনগণকে একত্রিত করার ফন্দী হিসেবে জাহিল ও অজ্ঞ মাসজিদের ইমামগণ এর প্রবর্তন করেন। নেতৃত্ব ও পেট পূর্ণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। –**মিরকাত**

স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু সংখ্যক ইমাম নিছক স্বার্থ সিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব পাওয়ার আশায় শবে বারাতে ধুমধামের সাথে খানাপিনা, সালাতে রাগায়িব ইত্যাদির প্রচলন ঘটান। বলা

বাহুল্য এ উদ্দেশ্যেই তারা জাল হাদীস রচনা করে নাবী ﷺ-এর নামের সাথে সংযুক্ত করে দিকে কুণ্ঠা বোধ করেন না। হাদীস শাস্ত্র বীশারদগণ বিদ'আতীদের দুর্দশাগ্রস্ত ষড়যন্ত্রকে বাতিল করে সঠিক পথের অনুসারী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জাল ও দুর্বল হাদীসগুলোকে ছাঁটাই করে সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে যথাস্থানে সংযুক্ত করেছেন, যাতে করে মুসলমানদের পক্ষে সুন্নাতের উপর চলা ও বিরাজমান থাকা সম্ভবপর হয়, তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও করেছেন।

সূরা ঃ আল-বাকারা-এর আয়াতে বলা হয়েছে– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ রামাযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে।

সূরা ঃ আল-ক্বাদার-এ বলা হয়েছে– إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আমি ক্বাদারের মহিমান্বিত রাতেই কুরআন নাযিল করেছি।

সূরা ঃ আদ্-দুখান-এ উক্ত রাতকে বারাকাত সমৃদ্ধ রাত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ আমি বারাকাত সমৃদ্ধ রাতে কুরআনকে নাযিল করেছি।

বাস্তব ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, কুরআন মাজীদ দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মারহুম আবুল কালাম আজাদ উক্ত আয়াতগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে যথাক্রমে বলেছন ঃ "রামাযান মাসে কুরআন অবতরণ আরম্ভ হয়েছে। ক্বাদারের রাত্রিতে কুরআন অবতরণ আরম্ভ করেছে। বারাকাতের সমৃদ্ধ রাতে কুরআন অবতরণ আরম্ভ করেছে।"

অতএব, জানা গেল যে, রামাযান মাসের ক্বাদারের রাতে কুরআন মাজীদ অবতরণ হয়। যে রাতে কুরআন অবতরণ আরম্ভ হয় সে রাতটিই বারাকাত সমৃদ্ধ রাত বা লাইলাতুল ক্বাদার নামে আখ্যায়িত। সেটি শবে

বারাতের রাত নয়। তবে কিছু সংখ্যাক মৌলভীর মত হচ্ছে ঃ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 'বারাকাত সমৃদ্ধ রাতটি' হচ্ছে ১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত। এ রাতকেই তারা لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। লাইলাতুল বারাতকে তারা শবেবারাত নামে অভিহিত করেছেন। এদের কাছে দলীল প্রমাণ বলতে কাঠ হুজ্জতি ছারা আর কিছুই নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'শব' ফার্সী ভাষার শব্দ আর 'বারাআত' এটি আরবী শব্দ। আরবী ফার্সীর সংমিশ্রণ কুরআন হাদীসে নেই। সুতরাং এ বিষয়ের দিকে চিন্তাশীল সুধী পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টির কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত নিষ্পত্তি হওয়া কাম্য।

শবে বারাত বা নিসফে শা'বানের ফাযীলাত সংক্রান্ত হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ ﷺ فَإِذَاهُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ تعالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلٰى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ *

আয়িশা (রাযিঃ) বলেন ঃ "কোন এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে দেখতে পেলাম তিনি 'বাকী' নামক কবরস্থানে অবস্থান করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়িশা (রাযিঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক বললেন ঃ হে আয়িশা! তুমি কি মনে করেছ, আল্লাহ্ ও তদ্বীয় রাসূল তোমার উপর যুলুম করবেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারণা করেছি, আপনি হয়ত অন্য বিবিব ঘরে গমন করেছেন। সে সময় নাবী ﷺ বলেন ঃ নিসফে শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং কলব গোত্রের ছাগলের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।

(এ হাদীসটিকে তিরমিযী ও ইবনু মাজা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীর কাছে শুনেছি, তিনি এ হাদীসটিকে দুর্বলরূপে আখ্যায়িত করেছেন।) –যঈফঃ তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৭৩৯)

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসির এই হাদীসটি উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন কিন্তু উরওয়ার সাথে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসিরের দেখাই হয়নি। যার সথে দেখা সাক্ষাতই ঘটে নাই তার নিকট হতে কি করে হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে? –তাহযীবুত্ তাহযীব, তিরমিযী, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَافَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ

إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغِيثٍ فَأَغْفِرَلَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ الَامُسْتَلًى فَأَعَافِيَهُ أَلَاكَذَا أَلَاكَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ *

আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যখন নিস্‌ফে শা'বানের রাত হয় তখন তোমরা সে রাতে কিয়াম কর অর্থাৎ– নামায পড় এবং পরের দিন রোযা পালন কর, কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ক্ষমা প্রার্থী আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, কোন খাদ্য প্রার্থী আছ কি? আমি তাকে রিযিক দিব, কোন রোগ মুক্তি কামনাকারী আছ কি? আমি তাকে নীরোগ করে দিব! ইত্যাদি ইত্যাদি। ফজর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ উক্তি করতেই থাকেন।

হাদীসটিও দুর্বল। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনু আবী সাবরাহ্ নামক জনৈক বর্ণনাকারী আছেন। তিনি রাসূলের নামে জাল হাদীস রচনা করতেন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তার নাম সম্পর্কেও এক মত হতে পারেননি। হাদীস জাল কারীর বর্ণিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আর উপরোক্ত উক্তিগুলো করতে থাকেন। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে এবং বুখারীর তিন স্থলে বর্ণিত আছে।

عَنْ أَبِى هريرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنه قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرَ فَيقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَلَهُ *

আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক রাত্রির যখন তিন ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে

থাকেন, কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকের জাওয়াব দিব। কে আমার কাছে কিছু চায়? আমি তাকেই তা প্রদান করব। কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে? আমি তাকেই ক্ষমা করব। **–বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ১৪৫), মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ১৬৪৯)**

এক শ্রেণীর মৌলভী হাদীস দেখলেই তাদের পুস্তকে সে ফাযীলাতের বর্ণনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যান। তারা ভাল মন্দ দিকটার একটুও খেয়াল করেন না। আবার জনগণও কুসংস্কারের মোহে ঐ সকল হাদীস বর্ণনাকারীর পিছনে অন্ধ অনুকরণ করতে সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ তারা যে কোন উপায়েই হোক, ভাল হোক আর মন্দ হোক, তাদের সমর্থনে অন্ততঃ একটা দুর্বল বা জাল হাদীস পেয়ে গেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর একটি মুরসাল হাদীসের কথা উসমান ইবনু মুগীরা ইবনু আখনাসের বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ

تُقْطَعِ الْاٰجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلٰى شَعْبَانَ حَتّٰى أَنَّ الرَجَلَ لَيَنْكِحُ وَيُوْلَدُ لَهٗ وَقَدْ أُخْرِجَ اسْمُهٗ فِى الْمَوْتٰى. فهو حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ لَا يُعَا رَضُ بِهِ النُّصُوْصُ *

এক শা'বান থেকে আর এক শা'বান পর্যন্ত তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করা হয়, এমনকি কোন ব্যক্তির বিয়ে এবং যে সন্তান প্রসব প্রভৃতি ঘটনা এবং মৃত্যু রেজিষ্টারে তার নাম উত্তোলন ইত্যাদির সিদ্ধান্ত এ রাতেই করা হয়। হাফিয ইবনু কাসীর হাদীসটি উল্লেখপূর্বক বলেন ঃ "এ হাদীসটি মুরসাল, এর দ্বারা কুরআনের সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায় না।" সূরা ঃ আদ্-দুখান-এর فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ "ঐ রাতে প্রত্যেক বিজ্ঞানময় কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে রাতটি হলো لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ বারাকাত সমৃদ্ধ রাত" যে রাতে কুরআনের অবতরণ আরম্ভ হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনু কাসীর বলেন, বারাতের রাতে

তাকদীর লেখার বিবরণ দেয়া মিছামিছি উদ্ধৃতি পেশ করার সমতুল্য ছাড়া আর কিছু নয়।

হাদীস শাস্ত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী সুযোগ্য আলিম মাওলানা আলীম উদ্দীন সাহেবের অভিমত প্রকাশিত হয়েছে, তিনি বলেন– উক্ত রাত্রির ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি হাদীসও সহীহ্ সনদে বর্ণিত নয়। কতিপয় হাদীস যঈফ, আবার অনেক গুলিই জাল, বাতিল এবং কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের স্পষ্ট শিক্ষার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।"

ইবনু মাজাহ নামক হাদীস গ্রন্থে, বাইহাকীর দাওয়াতুল কাবীরে, শুয়াবুল ঈমান প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে নিসফে শা'বানের ফাযীলাত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি হাদীসের সূত্রও সঠিক নয়। তিরমিযীর ভাষ্যকার মাওলানা আবদুর রাহমান মুবারাকপুরী শবে বারাত সংক্রান্ত পাঁচটি হাদীস উল্লেখপূর্বক বলেন ঃ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا فِيْ هٰذَا الْبَابِ এ অধ্যায়ে এতদসংক্রান্ত কোন একটি সহীহ্ হাদীসও পাইনি। –**তুহফাতুল আহ্ওয়াযী**

আল্লামা আলীম উদ্দীন শবে বারাত সংক্রান্ত হাদীসের উল্লেখ পূর্বক বলেন ঃ একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "এ বছর যাদের মৃত্যু ঘটবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তালিকা এ মাসেই লিপি বদ্ধ করেন। –**আবূ ইয়ালা**

আল্লামা নুরউদ্দীনের মযমাউয্ যাওয়ায়িদ নামক হাদীসের সংকলন গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসের সনদে আবূ খালিদ যানজী নামক এক রাবী রয়েছেন। উক্ত রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকারুল হাদীস, তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ ঠিক নয়। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনু মাদানী বলেন, "সে কিছুই নয়।" –**তারিখেকাবীর**

একটি হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আয়িশা! এ বছর যারা মারা যাবে মৃত্যুর ফেরেশতা এ মাসেই সে সব লোকের নাম লিপিবদ্ধ করেন আর রোযা থাকা অবস্থায় যেন আমার নামটিও মৃতদের তালিকাভুক্ত হয় সে আশায় আমি রোযা পালন করে থাকি।" -খতীব ও ইবনু নাজ্জার

ইবনু নাজ্জার হিজরীর সপ্তম শতাব্দীর লোক (৫৭০–৬৪৩ হিঃ)। আর খাতীবের গ্রন্থ সম্বন্ধে শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলভী তদ্বীয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় বলেছেন, এটা চতুর্থ শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থ, এতে সেই সব হাদীসই বর্ণিত হয়েছে যে সব হাদীস এমন লোকের মুখে ছিল যাদের নিকট থেকে মুহাদ্দিসগণ কোন সময় হাদীস গ্রহণ করেন নাই।" তিনি আরো বলেন, ইবনু জাওজী যে সব তথাকথিত হাদীস একত্রিত করে তার কিতাবুল মাওযুআত (জাল হাদীসসমূহের গ্রন্থ) সংকলন করেন, এই শ্রেণীর কিতাবই তার উপকরণ (১ম খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

খতীব ও ইবনু নাজ্জারের উপরোক্ত হাদীস দুর্‌রে মানসূর নামক কিতাবেও উদ্ধৃত হয়েছে। (৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা) ইমাম শাওকানী বলেন, "এই ধরনের রিওয়ায়াত দ্বারা কোন দলীল কায়িম হতে পারেনা এবং কুরআনের স্পষ্ট বিধানের মোকাবিলায় তা দাঁড়াতেও পারে না।

এখানে স্মরণ যোগ্য যে, জাল হাদীসের কারণেই বিদ'আতের প্রচলন ঘটে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় জাল ও দুর্বল হাদীস ছাড়া শবে বারাতের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর তাকদীর সংক্রান্ত কুরআনের বর্ণনা ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলো প্রমাণ করছে যে, আসমান ও যামীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কলমের কালিও শুকিয়ে গেছে। শবে বারাত সংক্রান্ত জাল ও দুর্বল হাদীস দ্বারা এতে নতুন কিছু সংযোজন করা সম্ভবপর নয়।

শবে বারাতকে কেন্দ্র করে বিদ'আত

এ রাতকে কেন্দ্র করে সূর্যাস্তের সাথেই গোসল করে 'সালাতে আলফিয়া ও সালাতে রাগায়িব' অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। আতশ-বাজী, পটকাবাজী, আলোকসজ্জা, বিশেষ বারাকাতের আশায় হালুয়া রুটি ভক্ষণ ও বিতরণ, নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কবরস্থানে গমন ও তাঁদেরকে সম্বোধন করে ফারিয়াদ জ্ঞাপন, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কার্য সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। এ রাতকে কেন্দ্র করে তথাকথিত মৃত বুযুর্গ পীরের ও আউলিয়াদের কবরে পুষ্পঞ্জলি অর্পণ ও ফারিয়াদ জ্ঞাপনের শির্কিয়া কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেউ মাযারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, আবার কেউ সেখানে বসে কুরআন তিলাওয়াত করে। উল্লেখিত কাজগুলি নাবী ﷺ-এর যুগে ছিল না। বিধর্মীদের দেখাদেখি মুসলমানগণও কবরে ও শাহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে আরম্ভ করেছে। দুর্ভাগ্য, মুসলমানেরাও বিধর্মীদের দেখাদেখি বিদ'আতী ও শির্কী কাজগুলো করেই চলেছে। কুরআন এসেছে জীবিত মানুষের হিদায়াতের জন্য কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এরা আজ মৃত কবরস্থ মানুষের কাছে কুরআনখানী করছে। এ রাতে কবর যিয়ারাতকে কেন্দ্র করে বাহ্যত পুণ্য লাভ করার আশায় মানুষ কবরস্থানে গিয়ে উল্লেখিত শির্ক ও বিদ'আতী কার্যগুলো সম্পাদন করছে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, শুধু মাত্র পুণ্য লাভের জন্যে পুরুষরাই এ রাতে কবরস্থানে গমন করেন না বরং অনেক পুণ্য লোভি মহিলারাও কবরস্থানে গমন পূর্বক উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক শ্রেণীর মানুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন ঃ (১) যে সকল মহিলা কবর যিয়ারাত করে, (২) যারা কবরকে মাসজিদে পরিণত করে, (৩) এবং যারা কবরে প্রদীপ জ্বালায়।" **–আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১০৫৬)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু শয্যায় উম্মাতগণকে লক্ষ্য করে শেষ বারের মত একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ঃ সাবধান! তোমরা বিগত

জাতিগুলোর মত নাবী ও সালেহীনদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিও না। সাবধান! তোমরা আমার কবরকে ভূত খানার মত ইবাদাতগাহে পরিণত করো না।

لَعَنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى إِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِ هِمْ مَسَاجِدَ *

"ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করেছে।"

–বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ৪৩৫), মুসলিম

কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছিলো যেভাবে

তারিক্ব ইবনু আবদুর রাহ্মান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একবার হাজ্ব করতে গিয়ে দেখতে পান যে কতগুলো লোক এক জায়গায় নামায আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "ব্যাপার কি?" তারা উত্তরে বলেঃ "এটা ঐ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবী (রাযিঃ)-দের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন।" আব্দুর রাহমান (রাযিঃ) ফিরে এসে সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাযিঃ)-কে ঘটনাটি বলেন। তখন সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমার পিতাও এই বাই'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পরের বছর তাঁরা সেখানে গমন করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই বাই'আত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তাঁরা ঐ গাছটিও দেখতে পাননি।" অতঃপর সাঈদ (রাযিঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ, যাঁরা নিজেরা বাই'আত করেছেন, তাঁরাই ঐ জায়গাটি চিনতে পারেননি, আর তোমরা চিনে নিলে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে!"

–বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ৪১৬৩)

আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন ছোট মাথা ওয়ালা হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেওয়া হয়। **–বুখারী, মিশকাত (তাহ্কীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৩৬৬৩)**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, "আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শুনার ও মানার উপদেশ দিয়েছেন যদিও সে একজন দোষযুক্ত হাত-পা বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস হয়।" **–মুসলিম**

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজ আমীরের কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। যে ব্যক্তি দল হতে অর্ধ হাত দূরে সরে যাবে সে অজ্ঞতা যুগের মতো মৃত্যুবরণ করবে।" **–বুখারী, মুসলিম (ইঃ সেন্টার, হাঃ ৪৬৪০)**

আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?" তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, "তোমরা জ্বালানী কাঠ জমা কর।" অতঃপর তিনি আগুন আনিয়ে নিয়ে কাঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। তারপরে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। তখন একজন নতুন যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, "আপনারা অগ্নি হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ﷺ-এর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি করবেন না যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তবে ওতে প্রবেশ করবেন।" অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি আগুনে প্রবেশ করতে তবে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে না। জেনে রেখো, আনুগত্য শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে। **–বুখারী (তাঃ পাঃ, হাঃ ৪৩৪০)**

কেবল মাত্র রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করতে হবে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নীতি অনুযায়ী চলার জন্য মুসলিম জনগণ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর অনুসরণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হুকুম করেছেন। তাতে কোন প্রকারের কম-বেশি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি যে কাজের অনুমতি দেননি, ধর্মের নামে সে কাজ করাই হচ্ছে বিদ'আত। সে কাজের আবিষ্কারক বড় ওয়ালী, ইমাম ও তথাকথিত যে কোন পীর হোক না কেন তাতে কোন কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

'আর (হে মুসলিম সমাজ! তোমাদের কর্মজীবনে চলার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তা দৃঢ় ভাবে আঁকড়িয়ে ধর এবং যে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল, অবশ্যই তিনি কঠিন শাস্তি দাতা।'

মুসলিম জনগণ যে নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকেন, সেই নাবীও স্বরচিত কোন নীতির অনুসরণ করেননি, বরং তিনিও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ওয়াহীর অনুসরণ করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। সে আদেশের সামান্যতম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার তাঁর কোনও ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একথা ঘোষণা করতে বলেন ঃ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَيَّ *

অর্থাৎ– "আমার নিকট ওয়াহীর মাধ্যমে যে বিধান নাযিল হয়েছে আমি কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করি।" –**সূরা ঃ আহ্কাফ, আয়াত ঃ ৯**

বিশ্ব মুসলিমকে এমন বিশ্ব নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যা দ্বীন সংক্রান্ত সমস্ত কথা-বার্তা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّاوَحْيٌ يُوحٰى *

'আর তিনি স্বেচ্ছায় চাহিদা মত কোন কথা বলেন না। বরং তিনি যা কিছু বলেন তার সমস্তই হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ওয়াহী।

–সূরা ঃ আন-নাজম, আয়াত ঃ ৩-৪

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا *

'আর যে কেউই রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, তোমাকে (হে রাসূল!) তাদের হিফাযাত করার জন্য প্রেরণ করি নাই। **–সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ৮০**

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًاعَظِيْمًا *

আর যে কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (সুন্নাতের) আনুগত্য করবে সেই বিরাট ভাবে সফলকাম হবে। **–সূরা ঃ আল-আহ্যাব, আয়াত ঃ ৭১**

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাকেই সফলকাম হবার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। ফলে মুহাম্মাদী জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করা সকল যুগের সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّامَنْ أَبٰى قِيْلَ وَمَنْ أَبٰى

قِيْلَ وَمَنْ أَبٰى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার সকল উম্মাত বেহেশতে প্রবেশ করবে কিন্তু কিছু ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। তখন তাঁকে

জিজ্ঞেস করা হল ঃ তারা কারা যারা চির শান্তির স্থান জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যারা আমার আনুগত্য করবে, অবশ্যই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাবে।

—বুখারী, মিশকাত, (তাহ্ক্বীক্ব আলবানী, হাঃ ১৪২)

একটা সুন্নাত অস্বীকার করাই হচ্ছে সকল সুন্নাতকে অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং মুহাম্মাদী জীবন ব্যাবস্থাকে অস্বীকার করা কোন সামান্য ব্যাপার নয়। এখানে বিশেষ বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমস্ত উম্মাতের পবিত্র দায়িত্ব।

আহ্‌লে সুন্নাত

বেশ কিছু লোক চরম বিদ'আতী কাজ করে ও জীবনের বিভিন্ন দিকে সুন্নাতের বরখিলাফ কাজ করেও একমাত্র নিজেদেরকেই 'আহলে সুন্নাত' বলে দাবি করছে। আর তাদের বিদ'আতসমূহকে যারা সমর্থন করে না, তাদেরকে তারা বিদ'আতী বলে ফাতওয়া দিচ্ছে। কাজেই দলীল ভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠা দরকার।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ি কিরামের আদর্শের অনুসারীরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আহ্‌লে সুন্নাত। কেননা, তাঁরাই সুন্নাতের আদর্শকে বাস্তবভাবে অনুসরণ করে চলেছে, যে সুন্নাতে কোনরূপ নতুন জিনিস চালু হয়েছে, বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে তা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ি কিরামের পরবর্তী যুগে হয়েছে।

আহ্‌লে সুন্নাত হল সুন্নাতের অনুসারী লোকেরা। আর আহলে বিদ'আত হল তারা, যারা এমন কিছু জিনিস বের করেছে, যা পূর্বে ছিল না এবং তার কোন সনদও নেই।

অর্থাৎ– সুন্নাত যারা কার্যত পালন করে, তাতে কোনরূপ কমতি করে না, বৃদ্ধিও করে না তারাই আহ্‌লে সুন্নাত। আর যারা তাতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করে, মনগড়া অনেক কিছুই ধর্মের মধ্যে শামিল করে নেয়, ধর্মীয় কাজ বলে চালিয়ে দেয়, তারা 'আহলে সুন্নাত' হতে পারে না, তারা তো সম্পূর্ণরূপে 'আহলে বিদ'আত' –বিদ'আতপন্থী।

ইসলামী শারী'আতে এমন কাজকে দ্বীনি কাজ হিসেবে করার কাউকে-ই অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। তাহলে রাসূলের সুন্নাতের কোন মূল্যই থাকবে না কারো কাছে, থাকবে না কোন গুরুত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ أَحْيَ سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِمِثْلَ أُجُورِ

مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً

ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ

بِهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا *

যে লোক আমার পরে মরে যাওয়া কোন সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্য সেই পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ সাওয়াব সেই সুন্নাত অনুযায়ী আমালকারী পাবে; কিন্তু আমালকারীর সাওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে কোন লোক গোমরাহীর বিদ'আতকে চালু করবে যে বিদ'আতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মোটেই রাযী নন তার গুনাহ হবে সে পরিমাণ, যে পরিমাণ গুনাহ তদানুযায়ী 'আমালকারীর হবে; কিন্তু আমালকারীর গুনাহ থেকে এক বিন্দু কম করা হবে না। **–তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাদীসটি যঈফঃ, তিরমিযী (হাঃ ২৬৭৭), যঈফ ইবনু মাজাহ্ (হাঃ২০৯)**

অপর এক হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ

يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ *

অর্থাৎ– দ্বীন ইসলাম সূচনায় যেমন অপরিচিত ছিল, তেমনি অবস্থা পরেও দেখা দেবে। এই সময়কার এই অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ। আর এই অপরিচিত লোক হচ্ছে তারা, যারা আমার পরে আমার সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করার যাবতীয় কাজকে নির্মূল করে সুন্নাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। **–মুসলিম (গুরাবা পর্যন্ত) (ইঃ সেন্টার, হাঃ ২৮০), আহ্মাদ (শেষ অংশ সহ), মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী (হাঃ ১৭০) তিরমিযী**

যদি সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত না থাকে, বিদ'আত যদি মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে ফেলে, তাহলে প্রকৃত ইসলাম পালনকারী যেসব লোকগণ অবশিষ্ট থাকে তারা সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়ে। সমাজের উপর মাতব্বরি ও কর্তৃত্ব হয় বিদ'আতপন্থী লোকদের। এইরূপ অবস্থায় যারাই সুন্নাতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ ও

আল্লাহ্র রাসূলের তরফ থেকে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। কেননা, তারা বাস্তবে মজবুত ঈমানের ধারক।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

وَمَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ *

যে লোক কোন বিদ'আতপন্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, সে তো ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করল।

–বাইহাকী, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৮৯)

কেননা, বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখান বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে লোক বিদ'আতীর কাজকে সমর্থন করে এবং বিদ'আতকে পছন্দ করে। এতে করে বিদ'আতী ও বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির মনে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অধিক সাহস ও শক্তি হবে।

সুন্নাত অনুসারী লোকদের সংখ্যা চিরদিনই কম ছিল অতীতে এবং পরবর্তীকালেও তাই থাকবে। এরা হচ্ছে তারা– যারা কখনো বাড়াবাড়ি কারীদের সঙ্গে যোগদান করেনি। বিদ'আতপন্থীদেরও সঙ্গী হয়নি। বরং তারা সুন্নাতের উপর অটল রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

مَاأَتَى النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوْافِيْهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوْافِيْهِ سُنَّةً حَتَّى تَحْيَ الْبِدَعُ وَتَمُوْتَ السُّنَنُ *

লোকেরা যখনই কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন করেছে, তখনই তারা এক একটি সুন্নাতকে মেরেছে। এভাবেই বিদ'আত জাগ্রত ও প্রচণ্ড হয়ে পড়েছে, আর সুন্নাত মিটে গেছে। –তাবারানী

বিচার ও নীতিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসরণ

রুহুল মা'আনী থেকে জানা যায় ঃ বিশ্‌র নামক এক মুনাফিক ছিল। কোন এক ইয়াহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইয়াহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাফিক বিশ্‌র এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। বরং সে কা'ব ইবনু আশরাফ নামক ইয়াহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনু আশরাফ ছিল ইয়াহুদীদের একজন সর্দার এবং রাসূলে কারীম ﷺ ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইয়াহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানাবী ﷺ-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দানকারী বিশ্‌র রাসূল ﷺ-এর স্থলে ইয়াহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে কারোরই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইয়াহুদী লোকটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী ﷺ-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশ্‌র ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, মহানাবী (ﷺ)-এর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও সে মুসলমান বলে পরিচিত। যা হোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানাবী ﷺ মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইয়াহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফায়সালা করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্‌রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইয়াহুদীকে রাযী করিয়ে উমার ইবনু খাত্তাবের (রাযিঃ) নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে।

ইয়াহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পিছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল, যেহেতু উমার (রাযিঃ) কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই উমার ফারুকের (রাযিঃ) নিকট হাযির হল। ইয়াহুদী লোকটি ফারুকে আযম (রাযিঃ)-এর নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদ্দমার ফায়সালা রাসূল ﷺ-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

উমার (রাযিঃ) বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন ফারুকে আযম (রাযিঃ) বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে হত্যা করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রাসূল ﷺ-এর ফায়সালা মানতে রাযী নয়, এই হল তার মীমাংসা। **–ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনু আবী হাতিম ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের রিওয়ায়াতক্রমে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে**

পারস্পরিক বিবাদের সময় রাসূলে কারীম ﷺ কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফির হওয়া এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানাবী ﷺ-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন আর সে মুনাফিক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়।

যে মাস'আলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলার মীমাংসার জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সহীহ্ হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু'টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ *

অর্থাৎ– “যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ সৃষ্টি কর, ওর ফায়সালা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট রয়েছে।” **–সূরা ঃ আশ-শুরা, আয়াত ঃ ১০**

অতএব, কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দেবে এবং যে মাস‘আলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা।

“আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সহীহ্ হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু’টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও।” অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, মতভেদী জিজ্ঞেসের বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসে না তারা আল্লাহ্ তা‘আলার উপর বিশ্বাস রাখে না।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহীহ্ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ। **–ইবনু কাসীর**

সে ব্যক্তি আজও মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও বিচারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই ফারূকে আযম (রাযিঃ) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানাবী ﷺ-এর মীমাংসায় রাযী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারূকে আযম (রাযিঃ)-এর দরবারে নিয়ে গিয়েছিল, এবার মহানাবীর আদালতে উমার ফারুক (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُمَرَ يَجْتَرِئُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ [অর্থাৎ– আমার ধারণা ছিল না যে, উমার (রাযিঃ) কোন মু’মিনকে হত্যা করতে সাহস করবে।]

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানাবী ﷺ উমার (রাযিঃ)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন সূরা

ঃ আন্-নিসা-এর ৬৫ নং আয়াতটি নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মু'মিনই ছিল না।

এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানাবী ﷺ কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণ স্বরূপ যে ক্ষেত্রে শারী'আত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূলে কারীম ﷺ অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানাবী ﷺ বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অত্যান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্থ।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নিবে এবং প্রত্যেক মিমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক হাদীসকে গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূল (ﷺ)-এরই অনুগত না করবে।" মোটকথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহীহ্ হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মু'মিন। অতএব, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং নিজ অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে।

–মুখতাসার ইবনু কাসীর (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০)

আয়িশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী (রাযিঃ) তাঁর পত্নীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন!

তখন সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমাল সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের সাহাবীদের মধ্যে কোন একজন বলেন ঃ "আমি এখন থেকে আর কখনও গোশ্‌ত খাবো না।" আর একজন বলেন ঃ "আমি কখনও স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করব না।" অন্য একজন বললেন ঃ "আমি কখনও বিছানায় ঘুমাবো না (সাড়া রাত জেগে নামায পড়ব)।" এসব কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কানে পৌছলে তিনি বলেন ঃ "ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেউ একথা বলে এবং কেউ ওকথা বলে? কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি এবং কোন কোন সময় নাও রাখি, আমি নিদ্রাও যাই এবং নামাযও পড়ি, আমি গোশ্‌তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" **–বুখারী, মুসলিম, মুখ্‌তাসার তাফসীর ইবনু কাসীর (১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪১)**

উসমান ইবনু মায্‌উন (রাযিঃ), আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ), ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ), মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাযিঃ), আবূ হুযাইফা (রাযিঃ)-এর ক্রীতদাস সালিম (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সংসার ত্যাগের ইচ্ছা করে বাড়ীর মধ্যে বসে পড়লেন, স্ত্রীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন, চট পরিধান করলেন এবং ভাল ভাল খাদ্য ও পোশাক নিজেদের উপর হারাম করে নিলেন। তাঁরা বানী ইসরাঈলের সন্ন্যাসীদের মত জীবন-যাপন করতে শুরু করলেন এবং খাসী হয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেন। এ ঐক্যমতে তাঁরা পৌছলেন যে, পর্যায়ক্রমে সারারাত নামায পড়বেন এবং সারাদিন রোযা রাখবেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তাঁদেরকে বলা হল ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও হালাল বস্তুগুলোকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়ো না ও সীমা অতিক্রম করো না, আমি এসব লোককে কখনই পছন্দ করি না। এগুলো মুসলমানদের নীতি নয় যে, তোমরা স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে, ভাল খাবার, পানীয় ও পোশাক পরিত্যাগ করবে, সদা-সর্বদা সারারাত ধরে নামায পড়বে ও সারাদিন রোযা রাখবে এবং খাসী হয়ে যাবে, অর্থাৎ– যৌন শক্তি রহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসব নীতি

সম্পূর্ণ ভুল। অতঃপর যখন তাঁদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন ঃ "তোমাদের উপর তোমাদের নাফসের হাক্ব রয়েছে এবং তোমাদের চক্ষুর হাক্ব রয়েছে। তোমরা রোযা রাখবে ও (মাঝে মাঝে) রোযা ছেড়েও দেবে, (রাত্রে নফল) নামায পড়বে এবং শুতেও যাবে। আর জেনে রাখবে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে এ সংকল্প হতে রক্ষা করুন এবং আপনার অবতারিত ওয়াহী অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দিন।

–মুখ্তাসার তাফসীর ইবনু কাসীর (১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪২)

আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নাত– (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (২) বিয়ে করা, (৩) মিসওয়াক (দাঁতন) করা এবং (৪) মেহেদী লাগানো (সাদা চুল ও দাঁড়িতে)। **–মুসনাদ আহমাদ**

ঈমানের আস্বাদ কিসে পাবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের আস্বাদ পেয়েছে ঃ (১) যার কাছে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রিয়। (২) যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রক্ষা করেছেন।

–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৮)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার নিজ সত্ত্বা হতে, তার পরিবারবর্গ হতে, তার মাল হতে এবং সমস্ত লোক হতে বেশী প্রিয় হই।" **–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৭)**

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেন ঃ "যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐসব ধন-সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়বার আশঙ্কা করছ, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের নির্ধারিত স্থল পর্যন্ত পৌছান না।" **–বাইহাক্বী**

মা'বাদ (রাযিঃ) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রাযিঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। উমার (রাযিঃ) তাঁকে বলেন ঃ "হে

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্র কসম! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।" উমার (রাযিঃ) তখন বললেন ঃ "আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ "হে উমার! তুমি এখন (পূর্ণ মু'মিন হলে)।"

–আহ্মাদ, মুখ্তাসার ইবনু কাসীর (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১)

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দু' সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিসর্জন দিতে হবে। উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে সাহবাই কিরাম (রাযিঃ) যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

রাসূল ﷺ ও আল্লাহ্ তা'আলার পথই একমাত্র অনুসরণের যোগ্য

হিদায়াতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরইবা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে, যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই অজ্ঞ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

কুরআন মাজীদ থেকেও জানা যায় যে, বাপ-দাদা, ভাই-বোন ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম নিজ জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার গন্তব্যের সঠিক স্থান জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে চলে, তার পিছনে চলা জ্ঞানী লোকের দৃষ্টিতেই বৃথাচেষ্টা করার শামিল বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপ-দাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটিতে নিজ হাতে একটি রেখা টানেন। তারপর বলেন ঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সরল সোজা পথ।" অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরও কতগুলো রেখা টানেন এবং বলেন ঃ "এগুলো হচ্ছে ঐসব রাস্তা যেগুলোর প্রত্যেকটির উপর একজন করে শাইতান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছে।" অতঃপর তিনি– وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করেন।

জাবির (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটা রেখা টানেন এবং বলেন ঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পথ।" অতঃপর ডানে ও বামে দু'টি করে রেখা টানেন এবং বলেন ঃ "এগুলো হচ্ছে শাইতানের পথ।" তারপর মধ্যভাগের রেখার উপর নিজ হাতটি রাখেন এবং وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটিই শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন।

–আহমাদ, হাসানঃ মিশকাত (তাহ্কীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৬৬)

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকিমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছে ঃ "হে লোকসকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক-ওদিক যেয়ো না।" আর একটি লোক রাস্তার উপর থেকে ডাক

দিচ্ছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে– "সর্বনাশ! ওটা খুলো না। কারণ যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তবে তুমি ওর মধ্যেই প্রবেশ করবে।"

এখন এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীরগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার হুদূদ। এই খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে রয়েছে। অন্তর যেন তাকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দিচ্ছে। **–সহীহ্ঃ আহ্মাদ (হাঃ ৪/১৮২), তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ২৮৫৯)**

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমার দৃষ্টান্ত ও নাবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি ঘর বানালো এবং পূর্ণ ও সুন্দর করে বানালো। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিলো। সুতরাং যেই সেখানে প্রবেশ করে এবং ওর দিকে তাকায় সেই বলে ঃ "এটা কতই না সুন্দর! যদি এই ইট পরিমাণ জায়গাটি ফাঁকা না থাকতো।" আমি ঐ খালি স্থানের ইট। আমার মাধ্যমে নাবীদের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে।" **–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ৫৭৪৫)**

তাফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে– কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মাতের বিদ'আতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ বানী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মাতও তেমনি হবে। বানী-ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মাতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। এরমধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। সাহাবাই কিরাম (রাযিঃ) আরয করলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের (রাযিঃ) পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে। **–হাসানঃ তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ২৬৪১), আবূ দাউদ**

ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী (রাহঃ) প্রমুখ ইরবায ইবনু সারিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদানুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।" **–সহীহ্ আত্-তিরমিযী (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ২৬৭৬)**

মুয়ায ইবনু জাবাল (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়াতে রাসূল ﷺ বলেন ঃ শাইতান মানুষের জন্য বাঘস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পিছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পিছনে অথবা এদিক-ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা পৃথক না থাকা। **–মাযহারী**

রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফাযিলাত

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ "আমি স্বপ্নে দেখি যে, জিবরীল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাঁদের একজন নিজ সাথীকে বলছেন– "এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।" তখন তিনি বললেন– "(হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শ্রবণ করুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর (জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একজন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্তের মত, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। আর তাতে বিছিয়েছেন (খাদ্যের) দস্তরখানা। তারপর তাঁর খাদ্য খাওয়ার জন্যে একজন দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন লোকজনকে ডেকে আনতে। সুতরাং কেউ কেউ ঐ দূতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং কেউ কেউ সাড়া দিল না, বরং তা প্রত্যাখ্যান করল। বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা, ঘর হচ্ছে ইসলাম, কক্ষ হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব, যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে ওর থেকে (খাদ্য) ভক্ষণ করল।"

–ইবনু জারীর

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আদেশের, তাঁর সুন্নাতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শারী'আতের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে যেন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো ভাল। আর যদি সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তো তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে

শুনেছেন ঃ "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করলো, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগলো। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরানোর চেষ্টা করলো, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।" **–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (তাহ্ক্বীক্বঃ আলবানী, হাঃ ১৪৯)**

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথী হওয়ার 'আমাল

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিঃ) এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানাবী ﷺ-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নাবূওয়াতের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারে ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ 'আমালও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব।"

মহানাবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কুৎসিত আকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (কালিমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পড়ে, তার 'আমালনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।" **–তাবারানী**

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মাসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ক্বিয়ামাত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি ক্বিয়ামাতের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, ক্বিয়ামাত আসার জন্যে তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল ঃ আমি ক্বিয়ামাতের জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খাইরাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (ক্বিয়ামাতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী আনন্দিত আর কখনো হইনি। আনাস (রাযিঃ) আরো বলেন ঃ (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি আল্লাহ্কে, তাঁর রাসূল ﷺ-কে, আবূ বাকার ও উমার (রাঃ)-কে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব।

–বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাঃ ৩৬৮৮, ৬১৬৭)

ক্বিয়ামাতে মানুষের 'আমাল ওজন করা হবে

বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয়সাধণ করে জানা যায়, 'আমালের ওজন সম্ভবতঃ দুবার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারী ও কাফিরের পাল্লা হালকা হবে। এর পর মু'মিনদের মধ্যে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে দ্বিতীয় ওজন। সূরা ঃ আল-ক্বারিআহ্-তে মূলতঃ প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎকর্ম করে থাকে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, কুরআনে সাধারণভাবে কাফির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে তাদের দান-প্রতিদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি এক্ষেত্রে একথা সম্মত যে, ক্বিয়ামাতে মানুষের 'আমাল ওজন করা হবে গননা করা হবে না। 'আমালের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার 'আমাল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। সংখ্যায় কম হলেও তার 'আমালের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, দান-খায়রাত, হাজ্জ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার 'আমালের ওজন কম হবে। আশ'আস ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাহঃ) বলেন যে, মু'মিনের মৃত্যুর পর তার রূহ ঈমানদারদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরেশতা ঐ সব রূহকে বলেন ঃ "তোমাদের ভাই এর জন্য মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে।" ঐ সৎ রূহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করে ঃ "অমুকের খবর কি?" সে কেমন আছে?" নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয় ঃ "সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি?" তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে ঃ "রাখো তার কথা, সে তার ঠিকানা হাবিয়ায় (দোযখে) পৌঁছেছে।" –ইবনু কাসীর

সকল অবস্থায় রাসূলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ *

"কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের পর কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীর কোন প্রকারের স্বাধীনতা নেই যে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে।" **–সূরা ঃ আল-আহ্যাব, আয়াত ঃ ৩৬**

কুরআনের ঘোষণা স্পষ্টভাবে জানলে কোন একটি সুন্নাতকেও উপেক্ষা করার ও অমান্য করার স্বাধীনতা কোন মুসলমান পুরুষ ও মহিলার নেই। বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে একমাত্র বিচারপতি ও একমাত্র নেতা না মানলে কোন মানুষ ঈমানদার হবার দাবীও করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْافِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

তোমার পালনকর্তার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে একমাত্র বিচারপতি রূপে না মানবে এবং তোমার মীমাংসায় অন্যায় বিচার না পাবে এবং মনে প্রাণে সেটা গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রভুর শপথ করে বলছি, কোন মানুষের ঈমানদার হবার দাবী গ্রাহ্য হবে না।

–সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ৬৫

আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতির তখনই মঙ্গল সাধন করবেন, যখন তারা মুহাম্মাদী জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতগুলোকে হাতে-দাঁতে আঁকড়িয়ে ধরবেন।

একমাত্র রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যেই পরিত্রাণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

অর্থাৎ– হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসতে চাও, আমার (নাবী মুহাম্মাদের) আনুগত্য কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন ক্ষমা পরায়ণ দয়ালু।

–সূরা ঃ আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৩১

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ যে তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য কর। যদি মুহাম্মাদের আনুগত্য করতে পার, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু রূপে পরিগণিত হতে পারবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। উক্ত আয়াতে সরাসরিভাবে রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখানে কোন আওলিয়ার মাধ্যমে আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি।

বর্তমান যুগে, মাধ্যম ছাড়া কোন মুসলমান রাসূলের আনুগত্য করতে অসম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন ঃ তোমরা সরাসরি রাসূলের অনুসরণ কর। আর এরা যুক্তি প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন ঃ ওয়ালীদের অসিলায় রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। অন্যথায় যথাযথ ভাবে রাসূলের আনুগত্য করা হবেনা। কেননা, তাঁদের মাধ্যমেই আমরা ইসলাম পেয়েছি, ইত্যাদি।

মুরিদগণ পীর মোর্শেদের অসিলা ছাড়া মুক্তির কোন পথই খুঁজে পান না। সুতরাং সরাসরি রাসূলের অনুসরণের স্থলে কেউবা ফকির বাবার অসিলা, কেউবা পীর বাবার অসিলার বিদ'আত আবিষ্কার করেছেন। মূল কথা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করলেই, পরকালে মুক্তি সুনিশ্চিত। অন্যথায় মুক্তির কোন উপায়ই নেই।

দলে দলে বিভক্ত হলে মুক্তি পাওয়া যাবে না

খালীফাহ্ মামুনুর রাশীদের যুগে ‘কুরআন সৃষ্ট কি সৃষ্ট নয়’ এসব কেন্দ্র করে মুতাযিলারা একটা মাস্আলা দাঁড় করিয়ে আহ্লে সুন্নাত অল জামাতের ইমাম, আহমাদ ইবনু হাম্বলকে কারারুদ্ধ করেছিল।

একদিকে মুসলমানরা আপসের মধ্যে ঝগড়া করে পরস্পরে মারমুখী হয়েছে। অন্য দিকে সুযোগ বুঝে বাতিল পন্থী দলগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফিৎনা জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে। সকলে এক কালিমার আহ্বায়ক, কিন্তু সকলের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন। সুফিদের মধ্যে কেউ নকশাবন্দী, কেউ চিশ্তী, কেউ কাদেরী, কেউ মোজাদ্দেদী, কেউ বাতে্নী, কেউ ন্যাংটা ফকীর, কেউবা বৈরাগ্যবাদকে অবলম্বন করে খান্কায় ও মাজারে আড্ডা জমাচ্ছে, এদের সকলেরই প্রায় রাসূলের জীবন ব্যবস্থার সাথে কোন সামঞ্জস্যই নেই।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মানুষ এটাকেই সত্য বলে ধারণা করে নিয়েছে, আর মূল সত্যটাই যেন মিথ্যায় পর্যবসিত হতে বসেছে।

ফলকথা ঃ মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উম্মাত হওয়া সত্ত্বেও মতাদর্শের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ ধরণের মতভেদ না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

অর্থাৎ– “স্পষ্ট প্রমাণাদির আগমনের পরও যারা মতভেদ করেছিল এবং মতাদর্শের দিক দিয়ে বিভক্ত হয়েছিল, তোমরা তাদের মত বিভক্ত হয়ো না’ (কেননা,) তাদের জন্য বিরাট শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।”

–সূরা ঃ আলি-ইমরান, আয়াত ঃ ১০৫

মতাদর্শের দিক দিয়ে বিভক্ত জাতিগুলোর সাথে সব রকম সম্পর্ক ছেদ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিম্ন বর্ণিত আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ *

অর্থাৎ– "নিশ্চয়ই মতাদর্শের দিক দিয়ে যারা নিজেদের দ্বীনের মূলকে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে যাবার পথ বের করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, হে নাবী! তাদের সাথে তোমার কোনই সম্পর্ক নেই।"

মুসলমান আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আল্লাহ্ তা'আলার বিধান যথাযথভাবে পালন করার ফলে মুসলমানদের যে একতা, যে শৃংখলা, যে সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং যে শান্তি সঞ্চিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অবমাননার দরুণ তা নস্যাৎ হয়ে গেছে। তাই মুসলমান আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। মুসলমান যদি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অবমাননা করে বিচ্ছিন্ন হয়, পরস্পরে কলহদ্বন্দে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ *

অর্থাৎ– "আর তোমরা পরস্পরে মতবিরোধের ফলশ্রুতি স্বরূপ ঝগড়া করো না, করলে তোমাদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

وَخِتَامًا سلام على الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা।